রসায়নে নোবেল

মেটাল অর্গানিক ফ্রেমওয়ার্কস ডেভেলপের জন্য রসায়নে যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার পেলেন জাপানের সুসুমু কিতাগাওয়া, অস্ট্রেলিয়ার রিচার্ড রবসন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওমর এম ইয়াঘি

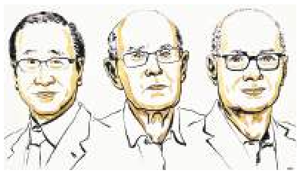

জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

শীতের প্রবেশ

আকাশ মেঘমুক্ত হলেই প্রবেশ শীতের। ১৪ অক্টোবরের মধ্যে বর্ষা পুরোপুরি বিদায় নেবে। নভেম্বরের শুরুর দিকে হেমন্তের আমেজ পাওয়া যাবে। বেলা বাড়লে রোদ, বিকেল থেকেই শীতের আমেজ

রাজারহাটে এসআইআর-বৈঠকে কমিশন, বাইরে বিক্ষোভে মতুয়ারা

বাজি কারখানায় আগুন অন্ধ্রপ্রদেশে, মৃত ৬ জন

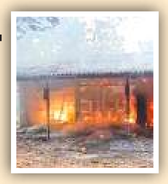

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৩৩ ● ৯ অক্টোবর, ২০২৫ ● ২৩ আশ্বিন ১৪৩২ ● বৃহস্পতিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 133 ● JAGO BANGLA ● THURSDAY ● 9 OCTOBER, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

আগরতলা বিমানবন্দর। পথ আটকাতেই ধরনায় বসলেন তৃণমূল প্রতিনিধিরা। বুধবার।

বিজেপির চক্রান্ত বানচাল পার্টি অফিসে প্রতিনিধিরা

প্রতিবেদন : ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত-ত্রিপুরার বিজেপি পুলিশের বাধা— সব পেরিয়ে অবশেষে আগরতলায় দলীয় দফতরে পৌঁছতে পেরেছে তৃণমূলের প্রতিনিধিদল। ৬ সদস্যের প্রতিনিধি দলের নাছোড় মনোভাব-ত্রিপুরা পুলিশের যুক্তির পাল্টা যুক্তি-বিমানবন্দরের সামনেই আচমকা ধরনায় বসে পড়া-হেঁটেই পার্টি অফিসে যেতে শুরু করা— এসব দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তৃণমূলের প্রতিনিধিদলকে তাদের দলীয় সদর দফতরে যেতে দিতে বাধ্য হয় স্থানীয় প্রশাসন। কিন্তু বিজেপির পরিকল্পনামাফিক তৃণমূলের প্রতিনিধিদলকে বিমানবন্দরেই আটকে রাখতে চেয়েছিল পুলিশ। প্রতিনিধিদলের তীব্র প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের সামনে বিজেপির সব চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র ভেস্তে যায়। আগরতলায় তৃণমূলের সদর দফতরে পৌঁছে সরেজমিনে তাঁরা খতিয়ে দেখেন কীভাবে বিজেপির গুন্ডারা তছনছ করেছে সব। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব (এরপর ১২ পাতায়)

ভিতরের পাতায়

- সাবধান, সবচেয়ে বড় মিরজাফর শাহ
- বিজেপির ষড়যন্ত্রেই স্থগিত উদ্বোধন
- দুর্গতদের সেবায় নিরন্তর ত্রাণ
- বিমান ভাড়ায় বৈষম্য কেন, প্রশ্ন
- রাজ্যপালের ভূমিকায় তোপ কল্যাণের

বাধা অতিক্রম করে তৃণমূল কার্যালয়ে প্রতিনিধিরা। বুধবার আগরতলা।

প্রয়োজনে আমি যাব

প্রতিবেদন : তৃণমূলের প্রতিনিধিদলকে আটকালে এবার আমি যাব ত্রিপুরায়। উত্তরবঙ্গ থেকে শহরে ফিরে স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়েছেন নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপিকে কার্যত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে নেত্রী বলেন, ত্রিপুরায় আমাদের টিমকে প্রিপেড ট্যাক্সিও দেওয়া হয়নি। বাধ্য হয়ে আমি হেঁটে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছি। বিজেপির প্রতি একরাশ ক্ষোভ উগরে তিনি বলেন, আগে নিজের ঘরের দিকে তাকান। এরপর আরও সুর চড়িয়ে তিনি বলেন, "সেরকম হলে আমি যাব। দেখি কার কত দম!" এর আগে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর ত্রিপুরায় হামলা হয়েছিল। সাংসদ সুস্মিতা দেবের গাড়িতে হামলা হয়। শুধু তাই নয়, কুণাল ঘোষ, সায়নী ঘোষ, সুদীপ রাহা, তৃণমূলের একাধিক নেতার উপরে আক্রমণ নেমে এসেছিল ওই রাজ্যে। (এরপর ১২ পাতায়)

বিপর্যয় মোকাবিলায় কাজ শুরু

ফের যাব উত্তরবঙ্গে

প্রতিবেদন : ধস ও অতিবৃষ্টিতে বিপর্যস্ত পাহাড় ও ডুয়ার্সকে ছন্দে ফেরাতে দ্রুত ব্যবস্থা নিচ্ছে প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনদিন উত্তরবঙ্গ পরিদর্শন করে প্রশাসনের কাজের তদারকি করেছেন। তারপর বুধবার তিনি ফিরলেন কলকাতায়। এদিন শিলিগুড়ি ও কলকাতা বিমানবন্দর থেকে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি জানিয়ে দিলেন, পঞ্চায়েতমন্ত্রী-সহ অন্য মন্ত্রী ও আধিকারিকরা দুর্গত মানুষের সাহায্যে উত্তরেই থাকছেন। প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা নিচ্ছে পাহাড় ও ডুয়ার্সকে স্বাভাবিক করতে। আগামী সপ্তাহে আমি আবার আসব পাহাড়ে। পাহাড় ফের স্বাভাবিক ছন্দে ফিরবে শীঘ্রই।

বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখে দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ান মুখ্যমন্ত্রী। নিজের হাতে তিনি চেক তুলে দেন স্বজনহারা পরিবারের হাতে। তিনি জানান, ত্রাণ ও প্রশাসনিক কাজকর্মের তদারকি করছেন মন্ত্রী-আধিকারিকরা। দ্রুতগতিতে চলেছে উদ্ধারকাজ। উদ্ধারকাজ প্রায় শেষের দিকে। মিরিকে ত্রাণসামগ্রী পাঠানোর (এরপর ১০ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে এককেদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

তুচ্ছ

জানি না কোন অপরাধে
শুধু গালাগালি মোরে বাঁধে।
সাধারণের হয়ে কথা বলার বলো
বাধা-বিঘ্ন তুচ্ছ করে চলো।।

হৃদয় কাঁদে, যদি মানুষ কাঁদে,
মানুষের শত্রুরা তাই বাদ সাধে।
নীরবে-নিঃশব্দে সহ্য করতে দিও
লড়ার জন্য তব শক্তি দিও।।

আজ আছি মোরা কাল থাকবো না
তবে কি মানুষের কথা ভাববো না?
যে জন দিবসে ভয়েতে মরেছে
জন্মভূমি তার মৃত্যু হয়েছে।।

গাহি তাহাদের জন্য গান-তান
যাদের জন্য এ পৃথিবী হয়েছে মহান
যাদের রক্তে সব কিছু পেলাম
সে মাটি কেন হবে গোলাম।।

মা-মাটি ও মানুষের শুভেচ্ছা
পেতে হলে চাই জীবন সদিচ্ছা
ভালবাসা হলো জীবন তৃষ্ণা
মানবিকতার নাম মানবকন্যা।।

প্রমাণিত হল তৃণমূলের অভিযোগ তাণ্ডবের কথা স্বীকার বিজেপির

প্রতিবেদন : তৃণমূলের অভিযোগই সত্যি। ত্রিপুরায় দলের সদর দফতরে হামলার কথা স্বীকার করে নিল বিজেপি। বুধবার রাতে একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে, সেখানে দেখা যাচ্ছে

আগরতলায় তৃণমূলের পার্টি অফিস ভাঙচুর

ত্রিপুরার বিজেপি নেতা বলছেন, তৃণমূলের অফিসে ভাঙচুর, পতাকা-ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলা, টব সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এই কাজ করেছে ত্রিপুরা বিজেপির যুব মোর্চার সদস্যরা। এই ঘটনা প্রমাণ করে দিল বিজেপির প্রতিহিংসামূলক আচরণ কোন পর্যায়ে যেতে পারে। এরপরেও গণতন্ত্রের সওয়াল করেন প্রধানমন্ত্রী!

তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে শশী পাঁজা ও অরূপ চক্রবর্তী।

বিজেপির ত্রিপুরায় 'স্টেট স্পনসর্ড পলিটিক্যাল টেররিজম'! বিজেপি (এরপর ১০ পাতায়)

২
৯ অক্টোবর ২০২৫
বৃহস্পতিবার

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

9 October, 2025 • Thursday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯২৯

সুধীন দাশগুপ্ত (১৯২৯-১৯৮২)

এদিন যশোরের বড়কালিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। পুরো নাম সুধীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। একটি জলসায় ওয়ালিউল্লাহ খান সাহেবের বাদন অনায়াস দক্ষতায় তুলে নিয়েছিলেন যখন নিজের কচি আঙুলে, সেই সময় সেতারে কোনও প্রথাগত শিক্ষাই ছিল না তাঁর। ছোটবেলা কেটেছে দার্জিলিং শহরে। সেখানে থাকাকালীনই ক্যাপ্টেন ক্লিভার, জর্জি ব্যাংকস, রবার্ট কোরিয়ার কাছ থেকে শেখেন পিয়ানো। লন্ডনের রয়্যাল স্কুল অব মিউজিক থেকে মিউজিক নিয়ে পড়াশোনা করেন। শুধু গানবাজনাই নয়। খেলাধুলোতেও সমান দড় ছিলেন তিনি। তিনবার ব্যাডমিন্টনে রাজ্য চ্যাম্পিয়ন। দার্জিলিংয়ে বিরাট ধসের কারণে তাঁর গোটা পরিবারকে কলকাতায় চলে আসতে হয়। ওঠেন শ্রীনাথ মুখার্জি লেনে এবং তার পর সিঁথির বাড়িতে। শুরু হয় মিউজিক ডিরেক্টর কমল দাশগুপ্তের সহকারী হিসেবে কাজ করা। তার পর ধীরে ধীরে তিনি জড়িয়ে পড়েন ভারতীয় গণনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে। 'ওই উজ্জ্বল দিন ডাকে স্বপ্নরঙিন', 'স্বর্ণঝরা সূর্যরঙে', 'এই ছায়াঘেরা কালো রাতে'র মতো অসংখ্য গান তিনি গণনাট্য সংঘের জন্যই তৈরি করেছিলেন। মান্না দে-র সঙ্গে সুধীন দাশগুপ্তের নামটা প্রায় অবিচ্ছেদ্য হয়ে দাঁড়ায়। 'শঙ্খবেলা'য় উত্তমকুমারের পাশাপাশি, তরুণ সৌমিত্রর লিপে মান্না দে-র কণ্ঠে 'তিন ভুবনের পারে' ছবির 'জীবনে কি পাব না', 'হয়তো তোমারই জন্য' বা 'বসন্ত বিলাপ'-এর 'লেগেছে লেগেছে আগুন' তাঁরই লেখা এবং সুর করা। বাঙালি এখনও এই গানগুলোর নস্ট্যালজিয়া থেকে বেরোতে পারেনি।

১৯৪৫

সুমিতা সান্যাল (১৯৪৫-২০০৭) এদিন দার্জিলিংয়ে জন্ম নেন। বাবা গিরিজা গোলকুন্ডা সান্যাল মেয়ের নাম রেখেছিলেন মঞ্জুলা। পরিচালক বিভূতি লাহার পরিচালনায় 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন'-এ অভিনয় করতে যাওয়ার পর তিনি মঞ্জুলার নাম বদলে রাখেন সুচরিতা। পরে সেই নাম বদলে সুমিতা দেন পরিচালক কনক মুখোপাধ্যায়। প্রায় ৪০টির বেশি বাংলা ছবিতে অভিনয় করেছিলেন সুমিতা। দিলীপ কুমারের বিপরীতে 'সাগিনা মাহাতো' অথবা 'আনন্দ'-এ অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে জুটি বেঁধে সুমিতার অভিনয় দর্শকের প্রশংসা পেয়েছিল। 'আশীর্বাদ', 'গুড্ডি', 'মেরে আপনে'র মতো হিন্দি ছবি এবং 'নায়ক', 'দিনান্তের আলো', 'সুরের আগুন', 'কুহেলী', 'কাল তুমি আলেয়া'সহ প্রচুর বাংলা ছবিতে তাঁর অভিনয় মনে রাখার মতো।

১৮৯৩

কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত (১৮৯৩-১৯৮৬) এদিন বর্ধমানের উখড়াতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা চন্দ্রকান্তের মতো তিনিও ছিলেন স্বনামখ্যাত চিকিৎসক। সাহিত্যেও তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। স্বাধীনতা ও হরিজন আন্দোলনের ভিত্তিতে লেখা প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মন্দিরের চাবি' ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করে। ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনর কলকাতা শাখার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। সঙ্গীতজ্ঞ ও গীতিকার হিসেবেও খ্যাত ছিলেন।

১৯১৬

ক্ষুদিরাম দাস (১৯১৬-২০০২) এদিন বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড়ে জন্ম নেন। বিশিষ্ট রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ। প্রেসিডেন্সি, স্কটিশ চার্চ, হুগলি মহসীন, কৃষ্ণনগর, মৌলনা আজাদ-সহ বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ছিলেন। রবীন্দ্র পুরস্কার ও বিদ্যাসাগর পুরস্কার-সহ একাধিক পুরস্কার পেয়েছেন।

১৮৮৭

সরোজনলিনী দত্ত (১৮৮৭-১৯২৪) এদিন হুগলি জেলার ব্যান্ডেলে জন্মগ্রহণ করেন। স্বামী ব্রতচারী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা গুরুসদয় দত্ত। স্বামীকে ব্রতচারী সমিতি গড়ে তুলতে সাহায্য করেন। খেলাধুলা, ঘোড়ায় চড়া ও সংগীতে পারদর্শী ছিলেন। বহুমুখী প্রতিভা ও জনকল্যাণকর কাজের জন্য ইংল্যান্ডের রাজা পঞ্চম জর্জ তাঁকে এমবিই উপাধি দেন।

১৯৭০

দ্বিজেন্দ্রকুমার স্যান্যাল (১৯০৭-১৯৭০) এদিন প্রয়াত হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বৃত্তি ও স্বর্ণপদক পান। ১৯৩২-এ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার পদে যোগ দেন। এখানে সাংবাদিকতা পাঠের সূচনা করেন তিনি। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি সেটির ডিরেক্টর হয়েছিলেন।

পার্টির কর্মসূচি

■ হাওড়া পুরনিগমের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর মনজিৎ রাফেলের উদ্যোগে ষাটোর্ধ্ব মহিলাদের বিজয়া উপলক্ষে মিষ্টিমুখ করিয়ে এবং উত্তরীয় পরিয়ে সংবর্ধনা জানানো হল। ছিলেন বিধায়ক গৌতম চৌধুরি, উত্তর হাওড়া তৃণমূল সভাপতি অরিজিৎ বটব্যাল প্রমুখ।

■ বুধবার দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জে তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়া সম্মিলনীতে বক্তব্য রাখছেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র-সহ জেলার অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

■ বৈদ্যবাটি পুরসভার ১১ নং ওয়ার্ডের মিলনী সংঘের পরিচালনায় সঙ্গীতসন্ধ্যায় উপস্থিত পুরপ্রধান পিন্টু মাহাত, জয় হিন্দ বাহিনীর জেলা সভাপতি সুবীর ঘোষ, পুরসদস্য শুভাশিস জোয়ারদার ও প্রবীরকুমার পাল-সহ বিশিষ্টজনেরা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫২০

১		২	■	৩	■	■	■
	■	৪				৫	■
৬			■		■		■
	■	■	■	৭			৮
৯	১০		১১	■	■	■	
■		■		■	১২		
■	১৩					■	
■	■	■		■	১৪		

পাশাপাশি : ১. শুকানো খেজুর ৪. ব্যাপক লুণ্ঠন ৬. সর্বোৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ ৭. মাহুত ৯. দুষ্ট, দুর্বৃত্ত ১২. সন্দেহ ১৩. রাজ-রাজাদের গল্প ১৪. মেঘ।

উপর-নিচ : ১. অত্যন্ত সম্ভাবনাযুক্ত, প্রায় নিশ্চিত ২. বোধ, উপলব্ধি ৩. ঘা দিলে ভাঙে না বরং প্রসারিত হয় এমন ৫. জমির মাপ ৮. স্বর্ণকেয়ূর ১০. বিজয়া দশমীর উৎসব ১১. চন্দ্রকান্ত মণি ১২. আকরিক।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫১৯ : পাশাপাশি : ১. গৎকারি ৩. উন্নতি ৫. লীন ৭. ফটিক ৮. থাপড়া ১০. বৃন্দার ১২. সরাই ১৪. শিক ১৭. যেহেতু ১৮. হাতধরা। **উপর-নিচ :** ১. গন্ধোলী ২. রিলিফ ৩. উপকথা ৪. তিষ্য ৬. ননন্দা ৯. পড়শি ১১. রসধাতু ১৩. ইন্তিহা ১৫. কঙ্গুরা ১৬. যেযে।

৮ অক্টোবর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২২৪৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৩০৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১৭০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৫৩৮০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৫৩৯০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৯.৪২	৮৮.২৫
ইউরো	১০৪.৮৯	১০২.৫৯
পাউন্ড	১২০.৬২	১১৮.৩৫

নজরকাড়া ইনস্টা

■ ছেলে মেয়ের সঙ্গে রাজ ও শুভশ্রী

■ স্বামীর সঙ্গে সোনাক্ষী

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়

• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY

Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072

Regd. No. WBBEN/2004/14087

• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21

City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর

৩
৯ অক্টোবর ২০২৫
বৃহস্পতিবার

9 October, 2025 • Thursday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

নিউটাউনের চণ্ডীবেড়িয়া এলাকায় খেলতে গিয়ে বিপত্তি। কেষ্টপুর খালে পড়ে মৃত্যু দুই শিশুর। স্থানীয়দের তৎপরতায় উদ্ধার আরও এক শিশু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

সাবধান! সবচেয়ে বড় মিরজাফর শাহ, সতর্ক করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : দেশকে শেষ করে দেওয়ার জন্য একজনই যথেষ্ট। সবথেকে বড় মিরজাফর অমিত শাহ। তিনিই এখন অ্যাক্টিং প্রাইম মিনিস্টার হিসেবে কাজ করছেন। বুধবার বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ থেকে ফিরে কলকাতা বিমানবন্দরে নেমেই তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে সাবধান করে বলেন, সব বিষয়ে অমিত শাহকে ভরসা করবেন না। বেশি বিশ্বাস করলে সিরাজের মতো পরিণতি হতে পারে!

বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকারকে একযোগে তোপ দেগে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমার বলতে খারাপ লাগছে, কিন্তু, এরা দেশকে শেষ করে দেবে। আমি অনেক সরকার দেখেছি। কিন্তু এমন ঔদ্ধত্য কখনও দেখিনি। এমন একনায়ক সরকার দেখিনি। তাদের মনে রাখা দরকার, তারা আজ ক্ষমতায় রয়েছে। কিন্তু, আগামিকাল ক্ষমতায় নাও থাকতে পারে। কোনও কিছুই স্থায়ী নয়। তাঁর আরও সংযোজন, পুজোর মরশুমের মধ্যে ১৫ দিনে এসআইআর আদৌ সম্ভব? সবাইকে নাম তুলতে হবে। এটা কী করছে এরা? এ কি বিজেপি পার্টির কমিশন? নাকি গণতন্ত্রের অধিকারের কমিশন হবে? এসব পুরো অমিত শাহর খেলা। তিনিই তো অ্যাক্টিং প্রাইম মিনিস্টারের কাজ করছেন। এর পরেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে উদ্দেশ করে মমতার সাবধান বাণী, অমিত শাহ থেকে সাবধান থাকুন! সব বিষয়ে ওঁকে ভরসা করবেন না। উনিই সবচেয়ে বড় মিরজাফর। আগে থেকে সজাগ থাকুন। সকালই বলে দেয়, দিন কেমন যাবে। তিনি বলেন, বিজেপি দুর্যোগের সময় রাজনীতি করছে। আমরা কখনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে রাজনীতি করি না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী যখন রাজনীতি করেন, তখন খারাপ লাগে। ব্রিজ ভেঙে মৃতদের নিয়ে বিজেপি রাজনীতি করছে, অথচ বন্যা নিয়ন্ত্রণে এক পয়সাও দেয়নি। এই যে আজ কটক জ্বলছে। বিজেপি নিজেই দাঙ্গা বাধিয়েছে। এই সরকার দেশকে শেষ করে দেবে।

■ উত্তরবঙ্গ থেকে ফিরে কলকাতা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। বুধবার।

বিজেপির ষড়যন্ত্রেই স্থগিত বিড়লার কারখানা উদ্বোধন

প্রতিবেদন : খড়্গপুরে বিড়লা গ্রুপের রং কারখানার উদ্বোধন হঠাৎ স্থগিতের পিছনে রয়েছে বিজেপির ষড়যন্ত্র। উত্তরবঙ্গ থেকে বুধবার দুপুরে কলকাতা বিমানবন্দরে নেমেই কেন্দ্রীয় সরকার তথা বিজেপিকে একহাত নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিস্ফোরক অভিযোগ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিড়লাদের উপর জোর খাটিয়ে কারখানার উদ্বোধন স্থগিত করিয়েছে 'হাইলোডেড ভাইরাস' বিজেপি। তাঁর সাফ কথা, বিজেপির চাপে পড়ে এটা করতে বাধ্য হয়েছেন কুমার মঙ্গলম বিড়লা। এদিকে ত্রিপুরার আগরতলা বিমানবন্দরে তৃণমূলের প্রতিনিধিদলকে আটকাতে ভাড়া করা গাড়ির ড্রাইভারদের ওপরেও চাপ দেওয়া হয়। এ-প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ট্যাক্সি ড্রাইভার থেকে বিড়লা— সবার উপর প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করছে বিজেপি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সব বিষয়ে বাংলার সঙ্গে বিমাতৃসুলভ আচরণ করে বিজেপি। উত্তরবঙ্গের দুর্যোগের সময় হঠাৎ বিমানভাড়া অত্যধিক বাড়িয়ে দেওয়া হয়। দিল্লি দিয়ে ঘুরে আসতে প্রায় ৪৫ হাজার টাকা বিমানভাড়া গুনতে হয়। রাজনৈতিক স্বার্থে বাংলাকে বঞ্চিত করা হয়। সব বিষয়ে রাজনীতিকে টেনে আনাই এদের উদ্দেশ্য। এ-বিষয়ে তিনি নিশানা করেন নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শাহকে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, নরেন্দ্র মোদিজি, আপনি অমিত শাহকে বিশ্বাস করবেন না। উনি বড় মিরজাফর।

মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন বৃহস্পতিবার খড়্গপুরে বিড়লা গ্রুপের রং কারখানার উদ্বোধন করতে যাবেন। তার আধ ঘণ্টার মধ্যেই বিড়লাদের তরফ থেকে জানানো হয়, কুমার মঙ্গলম বিড়লার অসুস্থতার কারণে এই উদ্বোধন আপাতত স্থগিত রাখা হচ্ছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, এর নেপথ্যে রয়েছে কেন্দ্রের চক্রান্ত। এর আগে আমি কেন্দ্রে অনেক সরকার দেখেছি, কিন্তু এরকম ভয়ানক সরকার আগে কখনও দেখিনি। এরা দেশটাকে পুরো শেষ করে দেবে। মনে রাখবেন, কোনও কিছুই স্থায়ী নয়। বেশি দম্ভও ভাল নয়। তাঁর কথায়, বলতে খারাপ লাগছে, ভোটের জন্য টাকা আছে, ত্রাণের জন্য টাকা নেই, এটাই এই সরকারের নীতি। উল্টে দুর্যোগের মধ্যেও কুৎসার রাজনীতি করে এরা।

উত্তরবঙ্গে দুর্গতদের সেবায় নিরন্তর পাঠানো হচ্ছে ত্রাণ

প্রতিবেদন : ১২ ঘণ্টায় ৩০০ মিলিমিটার বৃষ্টি এবং ভুটান পাহাড়ের জলে ভয়াবহ ধস ও বন্যার কবলে পাহাড় ও ডুয়ার্স। এই বিপর্যস্ত পরিস্থিতিতে উত্তরবঙ্গের মানুষের সেবায় নিরন্তর কাজ করে চলেছে রাজ্য প্রশাসন। নিয়ম করে প্রতিদিন ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে প্রয়োজনীয় ত্রাণ এবং খাদ্যসামগ্রী। এদিনও ৪০০টি ত্রাণ কিট পাঠানো হয়েছে, সেই ত্রাণ কিটে কম্বল-সহ প্রয়োজনীয় জিনিস রয়েছে।

বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজ মাধ্যমে পোস্ট করে জানান, দুর্গত মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় ত্রাণ এবং খাদ্যসামগ্রী নিয়মিত পাঠানো হচ্ছে। এদিন ত্রাণের যে কিট পাঠানো হয়েছে, তার মধ্যে খাবারের প্যাকেটে রয়েছে ৫ কেজি চাল, ২ কেজি মসুর ডাল, ৫ কেজি আলু, ২ কেজি পেঁয়াজ, ১০০ গ্রাম সয়াবিন, ৫০০ গ্রাম চিনি, ৫০০ গ্রাম লবণ, ১টি আমুল দুধের গুঁড়ো প্যাকেট (১০ গ্রাম), ১ প্যাকেট হলুদ গুঁড়ো, ১ প্যাকেট জিরে গুঁড়ো, ১ প্যাকেট শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো এবং ৫০০ মিলি সরষের তেল। এছাড়া ত্রাণ সামগ্রীতে রয়েছে ডিএম কিট, ৩ সেট ত্রিপল, শাড়ি, কম্বল, ধুতি, লুঙ্গি, কুর্তা-পায়জামা, সালোয়ার কামিজ এবং শিশুদের পোশাক। এছাড়াও দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ির জেলাশাসকরা দুর্গতদের জন্য অতিরিক্ত ত্রাণসামগ্রীর প্যাকেজও পাঠান। আমরা সর্বদা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছি। প্রত্যেকটি মানুষের জীবন আমাদের কাছে মূল্যবান। আমাদের মা-মাটি-মানুষের সরকার নিশিদিন উত্তরবঙ্গের সকল মানুষের পাশে আছে। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, এই সকল দুর্যোগ-দুর্ভোগ কেটে যেন পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

■ উত্তরবঙ্গের দুর্গত এলাকায় পাঠানো হচ্ছে ত্রাণ।

বিমান ভাড়ায় বৈষম্য কেন? প্রশ্ন তুললেন ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : বিহারে আসন্ন নির্বাচনে ফায়দা তুলতে ছটপুজো উপলক্ষে বিপুল ছাড় বিমানের ভাড়ায়। অথচ উত্তরবঙ্গের প্রবল দুর্যোগের সময় পর্যটকদের বেকায়দায় ফেলতে সুযোগ বুঝেই আকাশ ছুঁয়েছে বিমানভাড়া। বাগডোগরা থেকে কলকাতা আসতে খসছে ১৮-২০ হাজার টাকা! বিমানের ভাড়ায় এমন বৈষম্য কেন? বুধবার বন্যা-বিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতা ফিরেই এই বিষয়ে কেন্দ্রের অসামরিক বিমানমন্ত্রককে কাঠগড়ায় তুলে সরব হলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা বিমানবন্দরে দাঁড়িয়েই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গর্জে উঠলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, খুবই দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার। বিহারে নির্বাচন আছে বলে ছটপুজোয় বিমান ভাড়ায় ছাড় দেওয়া হয়েছে। তাতে আমি খুশি। কিন্তু একটা এতবড় দুর্যোগের পরও বাগডোগরা থেকে কলকাতার বিমান ভাড়া ১৮ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে। আর যাঁরা দিল্লি হয়ে ঘুরে যাচ্ছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে প্রায় ৪২ থেকে ৪৫ হাজার টাকা বিমান ভাড়া লাগছে। কেন এমন বৈষম্য? তাই উত্তরের দুর্যোগে আটকে পড়া পর্যটকদের বাসে করে নিরাপদে ফিরিয়ে আনা হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফে। মুখ্যমন্ত্রীর সংযোজন, পর্যটকদের আমরা ভলভো বাসে করে ফিরিয়ে এনেছি। মোটামুটি ৪৫টা ভলভো বাসের ব্যবস্থা করে প্রায় একহাজার পর্যটককে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। সবাই নিরাপদ এবং সুরক্ষিত রয়েছেন।

রাজ্যপালের ভূমিকায় তোপ কল্যাণের

প্রতিবেদন : উত্তরবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতি ঘিরে রাজনৈতিক তরজা চরমে। রাজ্যপালের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বুধবার রাজ্যপালকে নিশানা করে বলেন, বিজেপির এজেন্টের ভূমিকায় নেমে রাজ্যপাল নোংরা রাজনীতি করছেন। রাজ্যপালের দিল্লি সফর নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। কল্যাণ বলেন, রাজ্যে এমন ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি, অথচ দুর্গতদের পাশে দাঁড়ানোর বদলে রাজ্যপাল চলে গেলেন রাষ্ট্রপতির কাছে। ওনার বিরুদ্ধে রিপোর্ট দেওয়া উচিত। রাষ্ট্রপতির কাছে নয়, তাঁকে উত্তরবঙ্গের গ্রামে গ্রামে ঘুরে দেখা উচিত ছিল। তৃণমূলের অভিযোগ, রাজ্যপাল বন্যাকে হাতিয়ার করে রাজ্য প্রশাসন ও সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছেন। এদিন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তিনি নবান্নের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ অভিযোগ জানিয়েছেন। রাজ্যপালের এই পদক্ষেপকে 'চক্রান্তমূলক' ও 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' বলে অভিহিত করেছে তৃণমূল। দলের বক্তব্য, রাজ্যপাল নিজের সাংবিধানিক মর্যাদার তোয়াক্কা না করে বিজেপির পক্ষ নিয়ে মাঠে নেমেছেন। বন্যাদুর্গতদের সমস্যার দিকে নজর না দিয়ে রাজনীতির স্বার্থে পরিস্থিতির ব্যবহার করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। বন্যা বিপর্যয়ে যখন প্রশাসন উদ্ধারকাজ ও ত্রাণে ব্যস্ত, তখন রাজ্যপালের এই অবস্থান রাজ্য রাজনীতিতে নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

হাস্যকর

ত্রিপুরায় যে ঘটনা বিজেপি ঘটিয়েছে তা ন্যক্কারজনক। তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ের উপর হামলা চালিয়েছে। ভাঙচুর করেছে। নেতৃত্বে দলের বিধায়ক-সহ নেতৃত্বও। তৃণমূলের অভিযোগে সিলমোহর দিয়েছে বিজেপিই। পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে ত্রিপুরা বিজেপি গণতন্ত্রের ধার ধারে না। কোনও প্ররোচনা ছাড়াই যেভাবে পার্টি অফিস তছনছ করা হয়েছে তা নজিরবিহীন। আসলে ত্রিপুরায় বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে গুন্ডামি শুরু হয়েছিল বিপ্লব দেবের নেতৃত্ব। গোটা ত্রিপুরাকে বিজেপির নেতৃত্বে গুন্ডাদের মুক্তাঞ্চল হিসেবে পরিণত করে ফেলেছিল। ভোট হত না। ভোট দিতে দেওয়া হত না। বিরোধীদের মারধর করা হত। তৃণমূলের নেতাদের মাথা ফাটানো হয়েছে। আক্রমণ করা হয়েছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাড়িতে হামলা হয়েছে। আক্রান্ত নেতৃত্ব থানায় আশ্রয় নিতে গেলে থানাতেও হামলা হয়েছে। তারপরেও যে বিজেপির শাগরেদরা বাংলায় দাঁড়িয়ে গণতন্ত্রের কথা বলে, তখন তা হাস্যকরই লাগে।

e-mail থেকে চিঠি

বদমায়েশি ছাড়া বঙ্গ বিজেপির কি কিছুই করার নেই!

ভয়াবহ বিপর্যয়ের ধাক্কায় মিলিয়ে গিয়েছে বাসিন্দাদের মুখের হাসি। দুধিয়া-মিরিক, বিজনবাড়ি বা নাগরাকাটা, বানারহাট, গয়েরকাটা, ক্রান্তি— সর্বত্রই হাহাকার। সব মিলিয়ে ডুয়ার্স এলাকায় মৃতের সংখ্যা এখনও যা জানি, বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০ এর কাছে! আরও অনেকে নিখোঁজ বলে অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে প্রশাসন সূত্রে। স্বজন হারানোর হাহাকার সর্বত্র। দুর্গতদের ভরসা একজনই, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্যের মা-মাটি-মানুষের সরকার দুর্গতদের সহায়তা প্রদানেই এখন উদারহস্ত। তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং মন্ত্রীরা ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে পড়ে থেকেই এই কাজে প্রশংসনীয় তদারকি করে চলেছেন। তার মধ্যে দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর নাম করে সোমবার কনভয় নিয়ে ডিজাস্টার ট্যুরিজম শুরু বিজেপির। সোমবার হাজির হয়েছিলেন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু এবং বিধায়ক শংকর ঘোষ, সঙ্গে বিজেপির কিছু কর্মী-সমর্থকও। নগরাকাটার সুলকাপাড়ায় তাঁরা গাড়ি থেকে নামতেই ক্ষুব্ধ দুর্গত নরনারীরা তাঁদের ঘিরে ধরেন। কেন তাঁরা দেরিতে এবং কোথায় বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্ব— এই সংগত প্রশ্ন তুলে তাঁরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। দুর্গত মানুষজনকে সামনে রেখে কদর্য ফটোশ্যুটকে কেউই ভাল চোখে দেখেননি। অপ্রীতিকর, অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি। তৃণমূল কংগ্রেসের পরিকল্পনা বা ষড়যন্ত্র নয়। জন প্রতিনিধিদের ওপর জনতার বিরূপতা প্রকাশের এই ভঙ্গির তীব্র নিন্দা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং এবং দল হিসেবে তৃণমূল কংগ্রেস। আহত সাংসদকে দেখতে, তাঁর খোঁজ-খবর নিতে হাসপাতালে স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজেপির রাজ্যে সভাপতি বা বিরোধী দলনেতা সেখানে যাওয়ার আগেই। এতদিন শোনা যেত, বাংলায় উত্তরেই বিজেপির প্রভাব কিছুটা বেশি। আর সেখানেই তাদের 'জনপ্রিয়তা'র এই দশা দেখে ছাব্বিশের ভোটের আগে গেরুয়া শিবির বিরাট হতাশ। তারই বহিঃপ্রকাশ মোদির কথায়। কোনও প্রমাণ ছাড়াই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে রাজনীতির রং লাগাচ্ছেন তিনি। এটা দুর্ভাগ্যজনক। তার চেয়েও দুর্ভাগ্যজনক ত্রিপুরায় তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে বিজেপি আশ্রিত গুণ্ডাদের ভাঙচুর। সেই গুণ্ডাদের প্রত্যক্ষ মদতদাতা সে রাজ্যের নির্বাচিত জন প্রতিনিধি ও রাজ্য বিজেপির মুরুব্বিরা। আরও নিন্দনীয়, পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখতে গেল তৃণমূল কংগ্রেসের যে প্রতিনিধি দল, আগরতলায় পৌঁছানো মাত্র তাঁদের আটকে দিল সে রাজ্যের পুলিশ। এ নিয়ে না হয় শমীক-সুকান্ত-রাহুল-কুভেন্দুর কিছু বলার মুখ নেই। কিন্তু এবার তাঁদেরও উচিত, উত্তর বঙ্গের প্রাকৃতিক বিপর্যয়-উত্তর ত্রাণপর্বে, ক্ষতিপূরণ দান পর্বে রাজ্য সরকারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য মোদি সরকারকে অনুরোধ করা। মনে করিয়ে দিই, আয়লা-পরবর্তী প্রতিটি বিপর্যয়ে বাংলার মানুষ কেন্দ্রকে পাশে পায়নি। এবার অন্তত এই বিপর্যয়কে জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণার দাবি উঠুক পদ্ম পক্ষ থেকেও।

—পার্থ সাহা, বেলঘরিয়া, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

বঙ্গ রাজনীতিতে হঠাৎ এত্ত গা-ঘেঁষাঘেঁষি কেন!

একদল বলছে, এসো ! একটু বাঁ দিক ঘেঁষে চলি। আর এক দলের গলায়, গেরুয়াদের বড্ড ভালবাসি। প্রাক্তনরাই এখন বামাচারীদের বড় আপনজন। এর মধ্যে রামরেডদের পাশে এখন আবার গোদি মিডিয়া। ত্রিপুরায় বর্বরোচিত আক্রমণ দলীয় কার্যালয়ে। তাই নিয়ে কোথাও কোনও অনুতাপ, অনুশোচনা নেই। অথচ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌহার্দ্যের রাজনীতি কটাক্ষের শিকার হচ্ছে। এই ধান্দাবাজি, ধড়িবাজির পেছনে কোনটা আসল সমীকরণ? জানাচ্ছেন **পার্থসারথি গুহ**

সারাটা জীবন লাল সেলাম করা কমরেড যখন বিজেপিতে যোগ দিয়ে রামরেড হলেন তাঁদের খোলসটাই পাল্টাল। ভবি কি ভুলল তাতে? নাকি স্রেফ ওল্ড ওয়াইন ইন নিউ বোতল হল জাস্ট?

উত্তরবঙ্গের নাগরাকাটার অনভিপ্রেত ঘটনা ও তৎপরবর্তী ঘটনাক্রম দেখে মনে হল,প্যান-আধার সংযুক্তকরণের মতো এই ঘটনায় বামের লিঙ্ক হল রামের সঙ্গে। বাম জমানার নারকীয় ৩৪ বছরে সাধারণ মানুষের আবেগ নিয়ে নয়ছয় করা বোতলের সেই দৈত্যটা আরও ভয়ঙ্কর আকার ধারন করল।

বাম-রাম ককটেলের দুই নমুনাকে নিয়ে আপাতত রাজ্য রাজনীতি তোলপাড় করার চেষ্টা।

ঘটনা হল, বাম জমানাতে সাধারণ মানুষকে যাবতীয় পরিষেবা থেকে বঞ্চিত করে শুধু 'নিজে খাব অন্য বাদ,মার্কসবাদ-লেনিনবাদ জিন্দাবাদ' এই থিয়োরি মেনে চলা নেতা যখন রামের নামাবলি পরে জলপাইগুড়ি জেলার বিধ্বস্ত

নাগরাকাটায় গেল তখন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দিশেহারা জনগণ চটে চড়কগাছ। অধুনা বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু বা বিধায়ক শঙ্কর ঘোষেদের অতীতের হার্মাদ রূপ বোধহয় আজও সরলসিধা বাঙালি ভোলেনি। বরাবর যারা কৌটো নাচিয়ে টাকা তুলে সাধারণ মানুষকে নরকযন্ত্রণা দিয়েছে তাদের দেখে বিপন্ন মানুষ হয়তো অশনি সঙ্কেত দেখলেন, এবারও। ভাবলেন, মগের মুলুক চালানো এই বামেরা রামের বেশধারী রাবণ হয়ে ফের বুঝি ঠগিবর্গিদের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে। যদিও মোদি মিডিয়া যেভাবে খগেন মুর্মু,শঙ্কর ঘোষের ওপর আক্রমণকে তুলে ধরছে তাতে উদোর পিণ্ডি যে বুধোর ঘাড়ে চটকে ফেলা হয়েছে তা পরিষ্কার। অনেকেই বলছেন, খগেনবাবুর রিপোর্ট বলে যা বিজেপির আইটি সেলের বদান্যতায় সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে তাতে দিনক্ষণ থেকে তথ্যে ব্যাপক গরমিল। আসল কথা হল, মানুষ চায় কাজ এবং হাতেগরম পরিষেবা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর বিগত এগারো বছর ধরে রাজ্যবাসী যে কর্মযজ্ঞ এবং উন্নয়ন প্রকল্পের আস্বাদন পেয়েছেন তাতে মানুষ জানে কোভিড হোক আর আমপান কিংবা কলকাতা বা নাগরাকাটা-সহ উত্তরবঙ্গের বিপর্যয়

'মমতাই ফলেন পরিচয়।'

তৃণমূল কংগ্রেস দলগতভাবে এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে বিজেপি সাংসদ এবং বিধায়কের ওপর হামলার তীব্র নিন্দা করেছেন এবং মানুষকে আইন হাতে তুলে নিতে মানা করেছেন তাও সাধারণ ভুক্তভোগী মানুষ যে জেগে উঠেছে তা মেঘ সরিয়ে জেগে ওঠা কাঞ্চনজঙ্ঘার মতোই পরিষ্কার।

পাহাড় তথা রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিমাতৃসুলভ মনোভাব এবং সর্বোপরি এই দলবদলু মিথ্যে ভাঁওতা দিয়ে পদ বাগানো রামরেডদের বিরুদ্ধে

স্বতস্ফূর্ত গর্জন দেখাচ্ছে পাহাড় থেকে সমতল। মুখ্যমন্ত্রী যেখানে জগজ্জননীর মতো আর্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন, মৃতদের পরিবারের সঙ্গে আত্মীয়ের মতো থেকে ক্ষতিপূরণ সহ বিপর্যয় কাটিয়ে তোলার সবরকম ব্যবস্থা করছেন সেখানে রাজনীতি করতে যাওয়া রামরেডদের দেখে জনতা-জনার্দন ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। সোমবারের পর মঙ্গলবার ফের বিক্ষোভের মুখে পড়েছেন বিজেপি বিধায়ক মনোজ ওঁরাও!এতদিন কেন বিধায়ক বিত্তিবাড়ি এলাকায় যাননি, সেই প্রশ্ন তুলে বিধায়ক ও বিজেপি কর্মীদের ঘিরে বিক্ষোভ চলে।

আদর্শগতভাবে হয়তো পুরো উলটো মেরু। কিন্তু বিজেপির মাম্মি আরএসএস এবং কমিউনিস্ট পার্টি এদেশে পথচলা যেমন একসময় আরম্ভ করেছিল, তেমনই দেশের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে মনোভাবে এদের বেজায় মিল। স্বাধীন ভারতের পতাকা তোলার ক্ষেত্রেও এরা যেন হরিহর আত্মা। কেউ বলে ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়, আর একদল তো 'ঝুট বোলে কাউয়া কাটে'র মতো অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময়ে

ইংরেজের বুটমার্জনা করতে ব্যস্ত ছিল। যার চরম নিদর্শন মুচলেকা-ম্যান সাভারকার। দেশের সংবিধান পালটে হিন্দুরাষ্ট্র গড়ার চরম পাপাচারী স্বপ্নাভিলাষের মতো শহিদের রক্তে রাঙা তেরঙা পতাকা পাল্টানোর দুঃসাহস পর্যন্ত দেখাচ্ছে আরএসএস-বিজেপি। দেশের স্বাধীনতায় কোনও অবদান না থাকা এই অবচীনরা এত উদ্ধত হয়ে উঠেছে যে ঘরে-বাইরে বিপর্যয়ের সম্মুখীন দেশবাসী। আর একথা অনস্বীকার্য, বিজেপির এই উত্থানে কাঠবিড়ালির ভূমিকা কিন্তু রামের পরম পরকীয়া বন্ধু বামের। বিজেপি তখন সবে দেশে মাথাচাড়া দিচ্ছে। আডবাণীবাবুর রামরথ গড়িয়ে চলেছে ভারতীয় রাজনীতিতে। সেই রথে চেপে আডবাণী ঘোর বাম শাসিত তথা দোর্দণ্ডপ্রতাপ মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর এই রাজ্যর ওপর দিয়ে দিব্য চলে গেলেন। কোনও এক আশ্চর্য কারণে 'চরম ধর্মনিরপেক্ষ' কমিউনিস্ট সরকার চুপ থাকল। বিহারের সমস্তিপুরে সেই হিন্দুত্বের অশ্বমেধের ঘোড়া আটকালেন লালুপ্রসাদ যাদব। অথচ দেওয়ালজুড়ে কমরেডরা ভরিয়েছিল, 'রাম সেজেছেন আডবাণী। দেখে হয় অনুমান, ভোটে জিতলে বিজেপি, দেশ চালাবে হনুমান।' পরবর্তীতে দেখা গেল যে সিপিএম আজ গান্ধী পরিবারের পুরাতন ভৃত্য সেজেছে তারাই তখন কুৎসা ছড়াচ্ছে গলি গলি মে শোর হ্যায় রাজীব গান্ধী চোর হ্যায়। তখন বামেদের মতো একইরকম সরব রামেরাও অর্থাৎ ভারতীয় জনতা পার্টি। কলকাতার শহিদ মিনারে জ্যোতি বসুর সেই বাজপেয়ী-আডবাণীকে নিয়ে গদগদ ছবি আজও চোখে ভেসে আছে। তারপর তো বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংয়ের মণ্ডলকে সামনে রেখে বিজেপির কমণ্ডলুর রাম আর স্তালিনিস্ত সিপিএমের বাম মিলেমিশে কী সুন্দর একাকার হয়ে 'মেরা রেজিমেন্টেশন মহান' প্রমাণ করেছিল। সিপিএমের তাত্ত্বিক নেতা যে ক'জন প্রকৃত বামপন্থায় বিশ্বাসী সেই সৈফুদ্দিন চৌধুরী যখন বলতেন, অন্ধ কংগ্রেস বিরোধিতা করতে গিয়ে আমরা কি সাম্প্রদায়িক শক্তির হাতে তাস তুলে দিচ্ছি না, তখন পলিটব্যুরো থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির মহাপুরুষরা নিদান দিলেন, সফি বুর্জোয়া কংগ্রেসের হয়ে সওয়াল করছে। ব্যস সৈফুদ্দিন সাফাই শুরু হল সিপিএমে। যে সিপিএমের হাতে এ-রাজ্যে কংগ্রেসের কমপক্ষে পঞ্চান্ন হাজার মানুষ খুন হয়েছিল সেই কাস্তে হাতুড়িতে কেন শান দিয়েছে হাত-কংগ্রেস তা ব্রহ্মাই জানেন। কয়েকটি নির্বাচন অন্তত প্রমাণ করেছে এ রাজ্যে বামের সিংহভাগ ভোট রামে শিফট করেছে।

সিপিএম একাধারে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট গড়ে ভোটে লড়ছে আর তাদের ভোটারদের মধ্যে হুইস্পারিং ক্যাম্পেইন করছে, চুপচাপ পদ্মে ছাপ। দক্ষিণপন্থী এবং বামপন্থী রেজিমেন্টেশনের মিল কিন্তু ছত্রে ছত্রে। বাংলার মানুষ টের পেয়েছেন হাড়ে হাড়ে।

আর এই প্যান-আধারের মতো বাম-রাম লিঙ্কের ধড়িবাজি আবহে মানুষের জন্য মানুষের পাশে জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কোনও বিকল্প নেই, সেকথা পুনঃ প্রমাণিত। আগামী নির্বাচনে সেই প্রমানেই সিলমোহর দিতে হবে ভোটের ফলাফলকে। সেটা কেবল সময়ের অপেক্ষা।

শস্যবিমা প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের নাম তুলতে শিবির

প্রতিবেদন : সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক দুর্যোগে উত্তরবঙ্গের চার জেলায় ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এখনও পর্যন্ত সামগ্রিক পর্যালোচনা সম্ভব না হলেও প্রাথমিক সমীক্ষায় শাকসবজি নষ্টের ইঙ্গিত মিলেছে। ধান ও ভুট্টা চাষেরও ক্ষতি হয়েছে। প্রাথমিক সমীক্ষা অনুযায়ী প্রাকৃতিক দুর্যোগে ১৮ হাজার ৪৫২ হেক্টরের বেশি কৃষিজমি জলের তলায় চলে গিয়েছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত জলপাইগুড়ি। সেখানে প্রায় ১৩ হাজার ৯৫০ হেক্টর জমি প্লাবিত। আলিপুরদুয়ারে ৩,৪৯৫ হেক্টর, দার্জিলিংয়ে ৫৮২ হেক্টর ও কোচবিহারে ৪২২ হেক্টর কৃষিজমি জলমগ্ন হয়েছে। কৃষকদের ক্ষতি কমাতে রাজ্য সরকার উত্তরবঙ্গের দুর্গত জেলাগুলিতে বাংলা শস্যবিমা প্রকল্পে নাম নথিভুক্তির জন্য বিশেষ শিবির চালু করেছে। কৃষিদফতরের আধিকারিকরা মাঠে নেমে চাষিদের সঙ্গে কথা বলে বিমায় যুক্ত করছেন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বুধবার সকালেই উত্তরবঙ্গে পৌঁছেছেন পঞ্চায়েতমন্ত্রী তথা কৃষি বিশেষজ্ঞ প্রদীপ মজুমদার। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘুরে কৃষিক্ষেত্রের ক্ষতির বিস্তারিত রিপোর্ট দেবেন। কৃষিসচিব ওঙ্কার সিং মিনাও ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গে রয়েছেন। ত্রাণ শিবির ও শস্যবিমা ক্যাম্পগুলির কাজ তদারকি করছেন। কৃষি দফতর সূত্রে খবর, বহু জমি থেকে জল নামতে শুরু করেছে, যেখানে বালির পলি পড়েছে সেখানে দ্রুত পলি সরানোর কাজ চলছে। তবে যে জমিতে ডলোমাইটের আস্তরণ জমেছে, সেখানে ভবিষ্যতে চাষ সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে চিন্তায় কৃষকরা। এছাড়াও সাধারণ মানুষের কাছে ন্যায্যমূল্যে শাকসবজি পৌঁছে দিতে কৃষি বিপণন দফতর অতিরিক্ত ২৯টি চলমান সুফল বাংলা স্টল চালু করেছে। সুফল বাংলার বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে ১৫০ কুইন্টাল আলু পাঠানো হয়েছে দুর্গত এলাকার রিলিফ ক্যাম্পে, পাহাড়ি ক্যাম্পগুলিতেও পৌঁছে দেওয়া হয়েছে খাদ্যসামগ্রী। বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের পক্ষ থেকে নবান্ন থেকে ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলিতে পাঠানো হয়েছে প্রায় ২ লক্ষ ৩০ হাজার ত্রিপল, ২ লক্ষ ৪৪ হাজার পোশাক এবং ৫ হাজার ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কিট, যাতে রয়েছে স্টোভ থেকে শুরু করে রান্নার বাসনও।

রাজ্য সরকারের সক্রিয় উদ্যোগে উদ্ধার, ত্রাণ, পুনর্গঠন এবং কৃষকদের ক্ষতিপূরণের কাজ চলছে সমানতালে। মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা, দুর্গত মানুষের পাশে রাজ্য সরকার সর্বদা আছে।

বাংলার মানুষের ভোটাধিকার কাড়ার চক্রান্তের প্রতিবাদে দেশ বাঁচাও গণমঞ্চ

■ দেশ বাঁচাও গণমঞ্চের প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখছেন পূর্ণেন্দু বসু।

প্রতিবেদন : ছাব্বিশে বাংলায় বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে বিহারে বিধানসভা নির্বাচন। কিন্তু নির্বাচনের মুখে দাঁড়িয়ে এসআইআরের নামে যেভাবে প্রকৃত ভোটারদের অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে নির্বাচন কমিশন তার বিরুদ্ধে সরব হল দেশ বাঁচাও গণমঞ্চ। বুধবার, কলকাতায় ইলেকশন কমিশনের সিইও দফতরের সামনে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেছিল গণমঞ্চ। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু, সমাজকর্মী সুশান রায়, চিত্র পরিচালক সুদেষ্ণা রায়, সমাজকর্মী বাসুদেব ঘটক, সাংবাদিক রন্তিদেব সেনগুপ্ত, সুমন ভট্টাচার্য, গায়ক সৈকত মিত্র, নাজমুল হক, অমিত কালী, অভিনেতা রাহুল চক্রবর্তী, ভিভান ঘোষ, সোমা চক্রবর্তী, অধ্যাপক কুন্তল ঘোষ, দীপঙ্কর দে, জাতীয় বাংলা সম্মেলনের সভাপতি সিদ্ধব্রত দাসের মতো বিশিষ্টরা। সভায় বক্তারা স্পষ্ট বলেন, বাংলার একজন বৈধ ভোটারকে কোনও ভাবে বাদ দেওয়া চলবে না। তাঁদের হেনস্থাও করা যাবে না। ২৪-এর লোকসভা ভোটে যেসব মানুষের ভোটে কেন্দ্রে সরকার গঠিত হয়েছে, সেই ভোটার তালিকাকেই বহাল রাখতে হবে বিধানসভা নির্বাচনেও। ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে ভিনরাজ্যের যেসব নাগরিকের নাম পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকায় ঢোকানো হয়েছে, সেসব নাম বাদ দিতে হবে। দেশ বাঁচাও গণমঞ্চের প্রতিনিধিরা প্রশ্ন তোলেন, কেন ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় যাদের নাম রয়েছে তারাই শুধু ভোট দিতে পারবে? তার পরবর্তী ভোটার তালিকায় থাকা ভোটারদের নাম কোন নথির ভিত্তিতে বাদ গেল তার জবাব কমিশনকে দিতে হবে। যদি কোনও ব্যক্তিকে অবৈধ ভোটার হিসেবে গণ্য করা হয়, তাহলে তাদের সন্তানদের কি এই দেশের নাগরিক হিসেবে গণ্য করা হবে না? তাঁরা অভিযোগ করেন, বিহারের এমন বহু নাগরিকের শুধুমাত্র বাড়িতে না থাকার কারণে তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে এটা আশা করা যায় না। গণমঞ্চের বক্তব্য, নির্বাচন কমিশনার পদটি নিরপেক্ষ পদ। এই পদে আসীন ব্যক্তি কোনও নির্দিষ্ট দল বা কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তির নির্দেশানুযায়ী কাজ করতে পারেন না, এটি সংবিধান বিরোধী ও সম্পূর্ণরূপে বেআইনি।

মেঘ কাটলেই হিমের পরশ

প্রতিবেদন : এবারে বর্ষা নাজেহাল করে দিয়েছে বঙ্গবাসীকে। তবে এর মধ্যেই সুখবর দিল হাওয়া অফিস। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আকাশ মেঘমুক্ত হলেই ধীরে ধীরে প্রবেশ ঘটবে শীতের। এদিকে ১৪ অক্টোবরের মধ্যে বর্ষা পুরোপুরি বিদায় নেবে। এরপর কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় তাপমাত্রা থাকবে ২২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে। অপরদিকে, পশ্চিমাঞ্চলে তাপমাত্রা থাকবে ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। ১৩ অক্টোবরের মধ্যে উত্তরের জেলাগুলো থেকেও বর্ষা ফিরে যাবে। নভেম্বরের শুরুর দিকে হেমন্তের আমেজ পাওয়া যাবে। আকাশ পরিষ্কার হলে দেখা মিলবে, ঝকঝকে কাঞ্চনজঙ্ঘার। বেলা বাড়লে রোদ উঠবে তখন হালকা গরম অনুভূত হলেও বিকেল থেকেই শীতের আমেজ পাবে বঙ্গবাসী। বৃহস্পতিবারের পর থেকে ধাপে ধাপে বৃষ্টি কমবে উত্তরবঙ্গে। শনিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি কমবে। নতুন করে কোনও নিম্নচাপ তৈরি না হলে আর বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।

নাবালিকার উপর অ্যাসিড হামলা

সংবাদদাতা, মিনাখা : বিয়ের প্রস্তাবে রাজি হয়নি নাবালিকা। সেই আক্রোশ থেকেই ওই ছাত্রীর উপর অ্যাসিড হামলা করল প্রতিবেশী যুবক। এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মিনাখাঁ থানার মালঞ্চ মোল্লাপাড়ায়। গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্ত মীরাজ গাজিকে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় কলকাতার পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন নাবালিকা ছাত্রী। অভিযোগ, মোল্লাপাড়া এলাকার এক নাবালিকা ছাত্রীকে সম্প্রতি গত কয়েক মাস ধরে বিয়ে করার জন্য চাপ দিচ্ছিল প্রতিবেশী মীরাজ গাজি নামে ওই যুবক। প্রতিবেশী ওই যুবকের বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল ওই স্কুল ছাত্রী ও তার পরিবারের লোকেরা। সেই বিয়েতে রাজি না হওয়ায় সম্প্রতি ওই ছাত্রীর মোবাইলে অশ্লীল ম্যাসেজ পাঠাত যুবক। তাকে নানারকম ভাবে হুমকি দিচ্ছিল ওই যুবক। গত কয়েকদিন ধরে এইরকম ঘটনা চলার পর মঙ্গলবার গভীর রাতে ওই ছাত্রীর ঘরের জানালার উপরের ঘুলঘুলি দিয়ে অ্যাসিড ছুঁড়ে মারে ওই ছাত্রীকে। ঘটনায় গুরুতর আহত হয় ওই ছাত্রী। পরিবারের লোকেরা রাতেই মিনাখাঁ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে এসএসকেএমে স্থানান্তরিত করা হয়।

জন্মদিন নিয়েও রাজনীতি বিজেপির, পাল্টা কুণালের

প্রতিবেদন : বুধবার ছিল বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদার জন্মদিন। এমন দিনেও তৃণমূলের প্রতিনিধিদলের সদস্য হয়ে তিনি বর্তমানে ত্রিপুরায়। আগরতলায় তৃণমূল কার্যালয়ে বিজেপির গুন্ডাবাহিনীর ভাঙচুরের প্রতিবাদ-লড়াই-কর্মসূচিতে ব্যস্ত। তার মধ্যেই কলকাতা বিমানবন্দরে উড়ানের আগে ছোট্ট কেকের টুকরো দিয়ে অনাড়ম্বর জন্মদিন পালন। কিন্তু তা নিয়েও বিজেপি ফের নোংরা রাজনীতি শুরু করেছে। সায়নী ঘোষ, কুণাল ঘোষ-সহ প্রতিনিধি দলের সদস্যদের মিষ্টিমুখ করা নিয়েও সোশ্যাল মিডিয়ায় রুচিহীন পোস্ট করেছে বিজেপির কিছু আগাছা। কলকাতা থেকে আগরতলা, বিমানবন্দরে ধরনা, টানাপোড়েন, তৃণমূল পার্টি অফিস, ডিজি অফিসে দৌড়ঝাঁপে দিনভর ব্যস্ত থাকার পর মন্ত্রী বীরবাহার সঙ্গে ছবি পোস্ট করে বিজেপিকে পাল্টা কটাক্ষ করলেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। মন্ত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর মন্তব্য, লড়াই-প্রতিবাদ-কর্মসূচিতে আছি বলে তার ফাঁকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাব না আমরা? বীরবাহা জন্মদিনেও দলের কাজ করছেন, আন্দোলন প্রতিবাদে থাকছেন। বাড়ি, পাড়া ছেড়ে আগরতলার কর্মীদের পাশে। কাজের ফাঁকে জন্মদিন, কোনও অনুষ্ঠান ছাড়া, আমরা সহকর্মীরা বললেও দোষ! এই না হলে বিজেপির চতুষ্পদ। তৃণমূল আজ দিনভর ত্রিপুরায় সক্রিয়, বঙ্গ বিজেপির তাতে যে বুক ফাটছে, বোঝা যাচ্ছে।

অভিযোগে পুলিশের জালে ২

প্রতিবেদন: অভিযোগ পেয়ে ব্যবস্থা নিয়েছে প্রশাসন। বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুকে আক্রমণের ঘটনায় দু'জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। মঙ্গলবারই তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুলিশ সূত্রে খবর, নাগরাকাটা থেকেই দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের এখন জলপাইগুড়ি সদরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) সমীর আহমেদ বলেন, দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

স্ত্রীকে খুন করে ধৃত স্বামী

সংবাদদাতা, টাকি: স্ত্রীকে খুন করে বাংলাদেশে পালানোর ছক করেছিল স্বামী। কিন্তু সীমান্ত পেরোনোর আগেই পুলিশের জালে ধরা পড়ল অভিযুক্ত। এদিন তাঁকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার টাকি পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কালীবাড়ি এলাকায়। গৃহবধূ ইতু দাস পরিচারিকার কাজ করতেন। স্বামী দীপঙ্কর দাস পেশায় সবজি বিক্রেতা। তাঁদের একটি সন্তান আছে। দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক অশান্তি চলছিল। যার জেরে বেশ কয়েকবার বধূ শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে বাপের বাড়ি চলে যান। টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার রাতে অশান্তি চরমে ওঠে। তারপর স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে খুন করে খাটের উপর ফেলে পালিয়ে যায় স্বামী। বুধবার ভোররাতে দীপঙ্করকে ভারত-বাংলাদেশ বসিরহাট ঘোজাডাঙা সীমান্তে বাংলাদেশে পালানোর আগেই গ্রেফতার করে হাসনাবাদ থানার পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

■ মঙ্গলবার রাতে বজ্রপাতে মৃত্যু হয় বসিরহাট উত্তর বিধানসভার চৈতা অঞ্চলের কেন্দুয়া দক্ষিণপাড়ার বাসিন্দা কুদ্দুস মণ্ডলের। বুধবার জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ এটিএম আবদুল্লা স্থানীয় অঞ্চল প্রধান নিজামউদ্দিন আহমেদ, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে মৃতের বাড়ি যান। তাঁদের সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি, দলগতভাবে পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

ধৃত ছিনতাইবাজ

সংবাদদাতা, হাওড়া : গৃহবধূর সোনার হার ছিনতাইয়ের ঘটনায় দু'জনকে গ্রেফতার করল বালি থানার পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ছিনতাই হওয়া সোনার হারটিও। পুলিশ জানায়, ধৃতরা হল শেখ নাসির ও গোলাম জোমরাতি। মঙ্গলবার রাতে ট্যাংরা এলাকায় হানা দিয়ে তাদের দু'জনকেই গ্রেফতার করেছে বালি থানার পুলিশ। গত ২ সেপ্টেম্বর ভরসন্ধ্যায় তিনজন দুষ্কৃতী বেলুড়ের খামারপাড়া এলাকায় এক গৃহবধূর গলা থেকে সোনার হার ছিনতাই করে চম্পট দেয়। এরপর তদন্তে নামে বালি থানার পুলিশ। একাধিক সূত্র মারফত খবর পেয়ে ট্যাংরা এলাকায় অতর্কিতে হানা দিয়ে অভিযুক্ত দু'জনকে গ্রেফতার করে।

স্ত্রীর মোবাইলে অন্যের পাঠানো অশ্লীল মেসেজ দেখে মানসিক অবসাদে আত্মহননের পথ বেছে নিলেন যুবক। মৃতের নাম সুপ্রিয় পণ্ডিত। বেহালার বামাচরণ রায় রোডের ঘটনা

৬ জেলায় আতশবাজি ক্লাস্টারের জমি চিহ্নিতকরণের কাজ চূড়ান্ত

প্রতিবেদন : বাংলার আতশবাজি শিল্পকে সুসংগঠিত ও নিরাপদ পথে এগিয়ে নিতে জেলায় জেলায় বাজি ক্লাস্টার গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ৬টি জেলায় ক্লাস্টার তৈরির জন্য জমি ইতিমধ্যেই চিহ্নিত হয়েছে। তালিকায় রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, জলপাইগুড়ি, হাওড়া এবং দার্জিলিং। জেলা প্রশাসনের তরফে সারা বাংলা আতশবাজি সমিতির কর্তা বাবলা রায়কে চিঠি পাঠানো হয়েছে। এতে উল্লেখ করা হয়েছে, ধাপে ধাপে প্রতিটি জেলায় একটি করে বাজি ক্লাস্টার গড়ে তোলা হবে। বাবলা রায় জানিয়েছেন, সরকারের এই উদ্যোগকে তাঁরা স্বাগত জানাচ্ছেন। তবে কোথায় জমি বরাদ্দ হচ্ছে, কীভাবে পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে এবং শিল্পীদের কীভাবে সহযোগিতা করা হবে এসব নিয়ে শীঘ্রই একটি

বৈঠক হবে। রাজ্য মন্ত্রিসভা আতশবাজি শিল্পকে ইতিমধ্যেই ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মর্যাদা দিয়েছে। সেই সিদ্ধান্তের অঙ্গ হিসেবে এবার যার মাধ্যমে আতশবাজি তৈরি থেকে বিক্রি পর্যন্ত আরও সুরক্ষিত, নিয়মমাফিক ও পরিবেশবান্ধবভাবে পরিচালিত হবে।

সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, ক্লাস্টারে বাজি কারখানাগুলি নির্দিষ্ট এলাকায় একত্রিত হয়ে কাজ করবে। এর ফলে ছড়িয়ে থাকা ছোট ছোট ইউনিটগুলি একটি নিরাপদ পরিবেশে একত্রিত হবে। দুর্ঘটনার আশঙ্কা কমবে এবং কর্মসংস্থান বাড়বে। পরিবেশের ক্ষতি এড়াতে এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ব্যবহারের পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে।

আতশবাজি শিল্পে যুক্ত উদ্যোক্তাদের একাংশের মতে, এত দিন অসংগঠিতভাবে চলা উৎপাদন প্রক্রিয়া ক্লাস্টার পদ্ধতির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হলে শিল্পের পরিকাঠামো ও মান অনেকটাই উন্নত হবে। উৎপাদনের গুণমান বজায় রেখে দেশ-বিদেশের বাজারে বাংলার আতশবাজির চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ, আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার মাধ্যমে শিল্পের দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্বও নিশ্চিত হবে।

নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে দার্জিলিং নদিয়ায় উৎকর্ষ কেন্দ্র

প্রতিবেদন : ফুলচাষে বিশ্বমানের পরিকাঠামো গড়ে তুলতে উদ্যোগী হচ্ছে রাজ্য সরকার। উদ্যানপালন দফতর নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে দার্জিলিং ও নদীয়ায় ফুল চাষের দুটি উৎকর্ষ কেন্দ্র বা সেন্টার অফ এক্সেলেন্স স্থাপন করতে চলেছে। উৎকর্ষ কেন্দ্র গড়ার জন্য দার্জিলিং জেলার মংপু এবং নদীয়ার আয়েশপুরে প্রায় ২০ একর করে জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ইতিমধ্যেই নেদারল্যান্ডস সরকারের সঙ্গে প্রাথমিক পর্যায়ের আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে। বিষয়টি চূড়ান্ত হলে রাজ্যের ফুলচাষিদের আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর চাষপদ্ধতি, ফুল প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ফুল উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও রফতানির ক্ষেত্রে এই দুই কেন্দ্র ভবিষ্যতে রাজ্যের ফুলচাষকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ফুলচাষে নয়া দিগন্ত

রাজ্যের উদ্যানপালন দফতরের এক কর্তা বলেন, বাংলায় গাঁদা, গোলাপ, রজনীগন্ধা, অর্কিডের মতো ফুলের উৎপাদন অনেক হলেও তা এখনও মূলত অভিজ্ঞতানির্ভর। বৈজ্ঞানিক চাষপদ্ধতির অভাবে উৎপাদনশীলতা ও গুণমান দুই-ই প্রভাবিত হয়। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে রফতানির সুযোগও সীমিত থাকে। রাজ্য সরকারের মতে, এই কেন্দ্রগুলিতে কেবল ফুল উৎপাদন নয়, ফুল থেকে সুগন্ধী, তেল ও অন্যান্য মূল্য সংযোজিত পণ্য তৈরিরও পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে। এর ফলে রাজ্যের ক্ষুদ্র শিল্প ও গৃহভিত্তিক উদ্যোক্তারা নতুন ব্যবসার সুযোগ পাবেন। জানা গিয়েছে, চলতি মাসেই নেদারল্যান্ডস থেকে দু'টি বিশেষজ্ঞ দল আসবেন দার্জিলিং ও নদিয়ায়। তাঁরা স্থানীয় মাটি, জলবায়ু ও পরিবেশগত উপাদান বিশ্লেষণ করবেন এবং কোন ফুলের জাত ও প্রযুক্তি সবচেয়ে উপযুক্ত হবে, তা নিয়ে রাজ্য দফতরের সঙ্গে যৌথ পরিকল্পনা করবেন। প্রশাসনের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, এই প্রকল্প সফল হলে পশ্চিমবঙ্গ ফুলচাষের মানচিত্রে একটি বড় অবস্থান দখল করবে। শুধু উৎপাদন নয়, গুণমান, বিপণন ও রফতানির ক্ষেত্রেও এটি এক মাইলফলক হবে।

তবে কেন হাওড়া বা মেদিনীপুরের জেলাগুলিতে কেন্দ্র করা হচ্ছে না, সে বিষয়ে দফতরের দাবি— দার্জিলিং ও নদিয়ায় সরকারি জমি সহজলভ্য হওয়ায় সেখানে প্রকল্প বাস্তবায়ন তুলনামূলকভাবে দ্রুত সম্ভব হবে। রাজ্যের যেকোনও জেলার ফুলচাষিরা পরবর্তী সময়ে এই কেন্দ্রগুলিতে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। এই ইন্দো-ডাচ উদ্যোগ সফল হলে রাজ্যের ফুলচাষের পরিধি যেমন বাড়বে, তেমনই আন্তর্জাতিক বাজারেও 'বেঙ্গল ফ্লাওয়ার্স' নামটি স্থায়ী ব্র্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে পারে, এমনই আশা সংশ্লিষ্ট মহলের।

■ সুন্দরবন সাংগঠনিক জেলার কুলতলি বিধানসভায় বিজয়া সম্মিলনী ২০২৫। উপস্থিত পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, বিধায়ক গণেশচন্দ্র মণ্ডল, জয়দেব হালদার, শওকত মোল্লা-সহ অন্যেরা। বুধবার।

■ দক্ষিণ হাওড়ায় আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবির পরিদর্শনে হাওড়া পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চৌধুরি-সহ পুরকর্তারা।

নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই এসএসসির ফল

প্রতিবেদন : নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই প্রকাশ করা হবে স্কুল সার্ভিস কমিশনের নবম-দশম এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল। বুধবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জয় কুমার এবং বিচারপতি

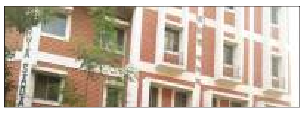

আলোক আরাধের এজলাসে এই তথ্য জানিয়েছেন এসএসসির তরফে সওয়াল করা বর্ষীয়ান আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। দেশের শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মেনে সেপ্টেম্বরের ৭ এবং ১৪ সেপ্টেম্বর যথাযথভাবে নিয়োগ পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে বলেও এদিন আদালতে জানান আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আদালত কমিশনের এই উদ্যোগে সন্তোষ প্রকাশ করেছে। এই প্রসঙ্গেই শীর্ষ আদালতের বিচারপতি সঞ্জয় কুমার জানিয়ে দিয়েছেন স্কুল সার্ভিস কমিশনকে আগের প্যানেলের অযোগ্যদের নামের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করতে হবে তাদের ওয়েবসাইটে। শীর্ষ আদালতের এই নির্দেশ তাঁরা পালন করবেন, এদিনের শুনানিতে জানান কমিশনের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্য সরকারের আইনজীবী কপিল সিবাল। ২৪ নভেম্বর স্কুল সার্ভিস কমিশন সংক্রান্ত মামলার পরবর্তী শুনানি হবে বলে জানিয়ে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

এসআইআর বৈঠকে মতুয়া-বিক্ষোভ

প্রতিবেদন : রাজারহাটে এসআইআর নিয়ে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের বৈঠকে মতুয়া সম্প্রদায়ের বিক্ষোভ। বৈঠক ভবনের সামনে হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে শামিল হলেন রাজারহাট-নিউ টাউনের স্থানীয় মতুয়ারা। প্ল্যাকার্ডে লেখা, আমরা ভারতবর্ষের নাগরিক। আমাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেবেন না প্লিজ! বুধবার রাজারহাটের সত্যজিৎ রায় ভবনে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর নিয়ে রাজ্যের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠকে বসে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। কিন্তু বৈঠক শুরুর আগে থেকেই যাত্রাগাছি, গৌরাঙ্গনগর, বাগুইআটি এলাকার মতুয়া বাসিন্দারা হাতে ভোটার, আধার কার্ড নিয়ে ভবনের মূল গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, আমরা ভারতের বাসিন্দা। আমাদের সবকিছুই আছে। দীর্ঘদিন ধরে ভারতে রয়েছি। আমাদের নাম বাদ দেবেন না। ইতিমধ্যেই বিহারে 'এসআইআর'-এর নামে বিজেপির চক্রান্তে ৬৫ লক্ষ

■ রাজারহাটে এসআইআরের প্রতিবাদে বিক্ষোভে মতুয়ারা। বুধবার।

ভোটারের নাম বাদ যাওয়ার প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে তৃণমূল। বাংলায় এই ষড়যন্ত্র করায় কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। এবার কমিশনের এসআইআর বৈঠকেও প্রতিবাদ-বিক্ষোভ মতুয়া সম্প্রদায়ের।

খালনায় লক্ষ্মীপুজোর ভাসানেও নজর কাড়ল দুর্গাপুজোর মতোই কার্নিভাল

সংবাদদাতা, হাওড়া : জাঁকজমকে দুর্গাপুজোর সঙ্গে পাল্লা দেয় হাওড়ার খালনার লক্ষ্মীপুজো। সেই দুর্গাপুজোর কার্নিভালের ঢঙেই খালনার লক্ষ্মীপুজোতেও হল বর্ণাঢ্য কার্নিভ্যাল। খালনা লক্ষ্মীপুজো সমন্বয় সমিতির উদ্যোগে ও স্থানীয় বিধায়ক সুকান্ত পালের পরিকল্পনায় বুধবার এই কার্নিভালের আয়োজন করা হয়। এলাকার ১২টি বিগ বাজেটের লক্ষ্মীপুজো কার্নিভালে অংশ নেয়। কার্নিভালে বাংলার বিভিন্ন লোকসংস্কৃতিকে ফুটিয়ে তোলা হয়। কালিকাপাথারি, ছৌনাচ থেকে শুরু করে গ্রাম বাংলার বিভিন্ন লোকশিল্প প্রদর্শিত হয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে চালু

■ খালনায় লক্ষ্মীপুজোর ভাসানে দুর্গাপুজোর মতোই বর্ণাঢ্য কার্নিভাল।

হওয়া রাজ্যের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পগুলিও ফুটিয়ে তোলা হয়। কার্নিভালে হাজির ছিলেন মহিলা ঢাকিরাও। খালনার রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের সামনে থেকে শুরু হয়ে প্রায় ২ কিমি পথ গিয়ে পঞ্চায়েত মার্কেটের কাছে শেষ হয় বর্ণাঢ্য ওই কার্নিভাল। বিধায়ক সুকান্ত পাল ছাড়াও জেলা প্রশাসন ও পুলিশের পদস্থ কর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। লক্ষ্মীপুজোর ভাসান উপলক্ষে আয়োজিত বর্ণাঢ্য এই কার্নিভাল দেখতে এলাকার বহু মানুষ ভিড় করেছিলেন।

ঘাস কাটতে গিয়ে বন্য শুয়োরের হামলায় মৃত্যু। মঙ্গলবার কোচবিহারের তেঁতুলেরছড়া গ্রামের ঘটনা। মৃতের নাম ধীরেন বর্মন (৪৯)

দুর্যোগে নষ্ট হয়েছে চাষের জমি • সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে দল ও প্রশাসন

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের বিমার আবেদন পূরণ শুরু সমবায়ে

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত উত্তরের বহু কৃষক। নষ্ট হয়ে গিয়েছে ফসল। তবে দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়েছে দল ও প্রশাসন। কৃষকদের ক্ষতিপূরণ পাইয়ে দিতে উদ্যোগী হয়েছেন তৃণমূল নেতা ও জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী। জেলার প্রায় ৩০টি সমবায় সমিতির মাধ্যমে সরাসরি ৪০ হাজারেরও বেশি কৃষক ভরসা পান এই ব্যাঙ্কের ওপর। সমবায় সমিতির বই আজ কৃষকদের কাছে আধার বা ভোটার কার্ডের মতোই আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিচয়পত্রে পরিণত হয়েছে। সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সঙ্গে কথা বলতে সৌরভ চক্রবর্তী ছুটে যান জলপাইগুড়ি জেলার একাধিক প্রান্তে, বিশেষ করে যে-সমস্ত জায়গায় সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বন্যায়। তিনি মাঠে নেমে কৃষকদের পরিস্থিতি বোঝেন ও তাঁদের রাজ্য সরকারের শস্যবিমা প্রকল্পে দ্রুত আবেদন করার পরামর্শ দেন। একই সঙ্গে তিনি নির্দেশ দেন প্রতিটি সমবায় সমিতিকে দ্রুত কৃষকদের আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে। সৌরভ চক্রবর্তী বলেন, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সব সময় কৃষকদের পাশে থাকেন। এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে কৃষকরা একা নন। রাজ্য সরকারের শস্যবিমা প্রকল্পের মাধ্যমে দ্রুত ক্ষতিপূরণ তাঁদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই সমবায় সমিতিগুলিতে ক্ষতিপূরণের ফর্ম ফিলাপ শুরু করে দেওয়া হয়েছে। একজন কৃষকও যাতে এই সহায়তা থেকে বঞ্চিত না হন, সেই দায়িত্ব আমরা নিচ্ছি। তৃণমূল সরকারের মানবিক উদ্যোগ ও তৎপরতায় ভরসা ফিরে পাচ্ছেন উত্তরবঙ্গের হাজারো কৃষক। বন্যার দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যেও তাঁদের মনে ভরসার আলো দেখাচ্ছে রাজ্য সরকারের এই সহায়তা।

■ দুর্গতদের পাশে সৌরভ চক্রবর্তী।

ধানের জমির ক্ষতি, চাষিদের পাশে দাঁড়ালেন বিধায়ক সুমন

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: বন্যায় বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন আলিপুরদুয়ার ১ নম্বর ব্লকের শালকুমার এলাকার কৃষকরা। বিঘার পর বিঘা জমি-ডলোমাইট মিশ্রিত জল ও পলির তলায়। এই ঘটনায় বিনা মেঘে বজ্রপাত চাষিদের মাথায়। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়েছেন বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। ইতিমধ্যেই দুর্গত এলাকা পরিদর্শন করেছেন বিধায়ক। তিনি বলেন, এজন্য আমি বারবার ইন্দো-ভুটান যৌথ নদী কমিশন গঠনের কথা বলছি। এই কমিশন গড়ে না উঠলে আগামী দিনে যেমন উত্তরবঙ্গের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে, তেমনি ভুটানের ডলোমাইট মিশ্রিত পলিতে ডুয়ার্সের কৃষিজ ফসলেরও ব্যাপক ক্ষতি হবে। কিন্তু কেন্দ্র সরকার কানে তুলো দিয়ে বসে রয়েছে। প্রসঙ্গত, সবে ধানের শিসে ফুল ধরতে শুরু করেছে, সেই সময় বিঘার পর বিঘা ধান ক্ষেত পলিতে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় বিপন্ন আমন চাষিরা। মাত্র কয়েক ঘণ্টার বন্যায় এমন বিপর্যয় নেমে আসবে তাঁদের জীবনে কেউ ভাবতেই পারছেন না। রবিবার শিসামারা নদীর ঘোলা জলে প্লাবিত হয়েছে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমার-১, ২ ও পূর্ব কাঁঠালবাড়ি এই তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। কৃষি দফতর জানিয়েছে, প্রাথমিক হিসাবে তিনটি পঞ্চায়েত এলাকায় ১০০ হেক্টরের মতো আমন খেত পলি পড়ে নষ্ট হয়েছে। সেই প্রাথমিক রিপোর্ট ইতিমধ্যেই জেলা থেকে রাজ্যে পাঠানো হয়েছে। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লক কৃষি আধিকারিক অজিত রায় বলেন, তিনটি পঞ্চায়েত এলাকায় প্রায় ১০০ হেক্টরের মতো আমন খেতে পলি পড়েছে। সেই প্রাথমিক রিপোর্ট ইতিমধ্যেই ওপর মহলে পাঠানো হয়েছে। গোটা পরিস্থিতির দিকে নজর রাখা হয়েছে।

■ দুর্গত এলাকায় পরিদর্শনে বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল।

উদ্ধার শিশুকন্যা

■ শিশুকন্যাকে অপহরণ। অভিযোগ পেতেই ব্যবস্থা পুলিশের। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ধরা পড়ল অভিযুক্ত। বুধবার মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর থানার রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের কোতল গ্রামে। জানা গেছে, অপহৃত তিন বছরের শিশুকন্যাটির বাড়ি কোতল গ্রামের পাশের গ্রামে। এদিন সে কোতল গ্রামে দাদুর বাড়ি ঘুরতে এসেছিল। এরপর আইসক্রিম কিনতে ভাই-বোনেদের সঙ্গে রাস্তায় বের হয়। ওই সময় হঠাৎ করেই দুই দুষ্কৃতী বাইকে চেপে এসে তিন বছরের শিশুকন্যাটিকে অপহরণ করে চম্পট দেয়। গ্রামবাসীরা তৎক্ষণাৎ খবর দেন হরিশ্চন্দ্রপুর থানায়। খবর পেয়েই পুলিশ তৎপর হয়ে ওঠে। সমস্ত পালানোর পথ রুদ্ধ করে পুলিশ নজরদারি শুরু করে। ওই সময় অপহরণকারীরা পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে অপহৃত শিশুকে রাস্তায় ফেলে চম্পট দেওয়ার চেষ্টা করে। চম্পট দেওয়ার সময় পুলিশ বাইক-সহ এক অপহরণকারীকে পাকড়াও করে।

ফেরাল মোবাইল

■ চুরি হওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দিল পুলিশ। মালদহ জেলা পুলিশের বিশেষ প্রত্যর্পণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে চাঁচল থানার উদ্যোগে মোট ৫০টি মোবাইল ফোন প্রকৃত দাবিদারদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। চাঁচল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোমনাথ সাহা, থানার আইসি পূর্ণেন্দু কুণ্ডু-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা একে একে প্রতিটি মোবাইল মালিকের হাতে ফোন তুলে দেন।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই দুর্গতদের নথি তৈরিতে বিশেষ ক্যাম্প

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: দুর্যোগে নষ্ট হয়ে গিয়েছে বহু নথি। নাগরাকাটার ত্রাণ শিবিরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই কথা জানিয়েছিলেন শিবিরের আশ্রয়রতরা। তাঁদের সমস্যার কথা শুনে তখনই মুখ্যমন্ত্রী জেলার আধিকারিকদের নির্দেশ দেন দ্রুত নথি তৈরির ব্যবস্থা করার। এই মর্মে শিবির করে প্রত্যেকের আবেদন পূরণ করা হবে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর নির্দেশমতোই ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই শুরু হয় শিবির। বুধবার নাগরাকাটার শিবিরে নথি হারিয়ে যাওয়া বাসিন্দাদের আবেদন নেওয়া হয়। দুর্গতরা ক্যাম্পে এসে অনলাইনে আবেদন করলেই সরকারি আধিকারিকরা সঙ্গে সঙ্গে নতুন নথিপত্র হাতে তুলে দিচ্ছেন। এই উদ্যোগে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন দুর্গতরা। মুখ্যমন্ত্রীর মানবিক নির্দেশ ও প্রশাসনের দ্রুত পদক্ষেপে বিপর্যস্ত মানুষরা আবারও আশ্বাস পাচ্ছেন সরকার তাঁদের পাশে রয়েছে প্রতিটি মুহূর্তে।

■ নাগরাকাটার শিবিরে নথির আবেদন পূরণ।

বিজয়া সম্মেলনীর প্রস্তুতি

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: আগামী ১১ তারিখ ইটাহার হাইস্কুল প্রাঙ্গণে বিজয়া সম্মেলনী ও শারদ সম্মান প্রদান অনুষ্ঠান ইটাহার ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের। এই সম্মেলনীর প্রস্তুতি সভা আয়োজিত হল বুধবার। বিধায়ক মোশারফ হোসেনের উদ্যোগে ইটাহার পঞ্চায়েত সমিতির সভা হলে এই প্রস্তুতি সভা হয়। ব্লকের বিভিন্ন এলাকার প্রধান, জনপ্রতিনিধি ও পুজো কমিটিগুলোর সদস্যদের নিয়ে সভায় বক্তব্য রাখেন ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেন-সহ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিনা সরকার জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ কার্তিক দাস, ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মোজাফফর হোসেন ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব পলাশ রায়, মজিবুর রহমান, সাহেরুল হক প্রমুখ।

ফের মেঘ উত্তরের আকাশে, শিলিগুড়িতে মুষলধারে বৃষ্টি

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: দুর্যোগ কাটিয়ে স্বাভাবিক হয়েছে উত্তর। ছন্দে ফিরেছে পাহাড়। মিরিকেও পর্যটকদের ঢল নেমেছে। বক্সায় শুরু হয়েছে সাফারি। এরই মধ্যে বুধবার বিকেল থেকে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয় শিলিগুড়িতে। অন্যদিকে বৃষ্টি শুরু হতেই চিন্তা বেড়েছে শিলিগুড়ির আব্রাম ফুলবাড়ির পোড়াঝাড় কিংবা মাটিকাটা ব্লকের বিভিন্ন এলাকায়। প্রসঙ্গত, উত্তরবঙ্গের চিত্র পরিবর্তন হতে এখনও দিন পনেরো সময় লাগবে। তবে তারই মাঝে ঝকঝকে আকাশ পরিণত হল কালো মেঘে।

আবহাওয়ার খামখেয়ালিপোনায় উত্তরবঙ্গের দিকে ধেয়ে আসছে কালো মেঘের ভয়ঙ্কর পরিণতি। চিন্তা বাড়ছে উত্তরের পাহাড়ের এলাকাগুলিতে। লাগাতার বৃষ্টিতে সিঁদুরে মেঘ দেখছে শিলিগুড়ি দার্জিলিং কালিম্পং সহ জলপাইগুড়ি জেলা। ক্রমশ বৃষ্টি হতে জল বেড়েছে উত্তরের নদীগুলিতে। বিপর্যস্ত পোড়াঝাড় ও ডাবগ্রাম ফুলবাড়ির বিভিন্ন এলাকায় এখনও পর্যন্ত বৃষ্টির জলে ভাসছে একাধিক এলাকা। এই নিয়েই ফের আতঙ্ক গ্রাস করতে শুরু করেছে শিলিগুড়িতে।

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

9 October, 2025 • Thursday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

সঙ্গিনীর জন্য দুই দাঁতালের লড়াইয়ে দু'ঘণ্টা আটকে থাকল রাজ্য সড়ক

সংবাদদাতা, শালবনি : কার হবে সঙ্গিনী? তাই নিয়েই জঙ্গলমহলের রাস্তার ওপরে দুই পুরুষ হাতির মধ্যে রেষারেষি থেকে বাঁধল জোর লড়াই। যার ফলে দীর্ঘক্ষণ রাজ্য সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল। রাস্তার দু'দিকে দাঁড়িয়ে পড়ে যানবাহন। লড়াই দেখতে হাজির হয়ে যায় কয়েকশো মানুষ। পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনির রঞ্জা এলাকায় বুধবার সকালের ঘটনা। সকাল দশটা নাগাদ পিড়াকাটা-গোয়ালতোড় সড়কের রঞ্জা এলাকায় রাস্তার ওপরই দুই দাঁতালকে লড়াই করতে দেখা যায়। টানা দু'ঘণ্টা ধরে কখনও জঙ্গলে, কখনও রাস্তায় উঠে আসে তারা। রাস্তার পাশে থাকা গাছ ভেঙে ফেলে রাস্তার উপরে। এভাবে দীর্ঘক্ষণ দাপাদাপি চলার পর অবশেষে বনকর্মীরা হাতি দুটিকে গভীর জঙ্গলে ফেরত পাঠাতে সক্ষম হন। তবে ঘটনা ঘিরে এলাকায় ছিল চাপা আতঙ্ক ও চাঞ্চল্য। স্কুল এবং

অফিসের সময়ে ব্যস্ত রাস্তায় দাঁতালদের দাপাদাপিতে হয়রানির শিকার হন নিত্যযাত্রীরা। বাসযাত্রীদের মাঝরাস্তায় আটকে থাকতে হয় দীর্ঘক্ষণ। কেন এই লড়াই তা নিয়ে বন দফতর জানায়, সঙ্গিনীর জন্য দুই হাতির এই লড়াই। এখন হাতিদের যৌনমিলনের সময়। একই দলে দু-তিনটি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ হাতি থাকলে সঙ্গিনীর খোঁজে এমন লড়াই প্রায়শই হয়। যাকে মাস্ত বলে। হাতির প্রজনন হরমোনের তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে মাথার পাশে অবস্থিত তাদের টেম্পোরাল গ্রন্থি থেকে প্রচুর পরিমাণে টেম্পোরিন নামক তরল পদার্থের নিঃসরণ হয়। সেই সময় হাতিদের অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। তারা আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। পিড়াকাটা রেঞ্জ আধিকারিক শুভজিৎ দাস বলেন, এটা দলের আধিপত্য দখলের লড়াই নয়। হাতিদের সঙ্গিনীর খোঁজেই লড়াই। এর জন্য প্রায় দু'ঘণ্টা রাস্তা অবরুদ্ধ ছিল। পরে বনকর্মীরা হাতে দুটিকে গভীর জঙ্গলে পাঠিয়ে দেন। একটি দলেই ওই দুটি হাতি ছিল। তবে নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ের জেরে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

মেয়েকে কুপ্রস্তাব, শ্রীঘরে গেল বিজেপি কর্মী বাবা

সংবাদদাতা, সবং : পশ্চিম মেদিনীপুরের সবং ব্লকের ঝাপড়য়াড়া এলাকার বাসিন্দা দেবেন্দ্র ঘড়ার প্রথম পক্ষের স্ত্রী মারা গেলে পরে সে ফের বিয়ে করে। তার প্রথম পক্ষের দুটি প্রাপ্তবয়স্ক কন্যা রয়েছে। তাদের বিভিন্ন কুপ্রস্তাব দিত নরাধম দেবেন্দ্র ঘড়া। মেয়েরা বিরোধিতা করলে তাদের ওপর অত্যাচার চালাত দেবেন্দ্র। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে অবশেষে সবং থানার পুলিশের দ্বারস্থ হয় দুই মেয়ে। অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নেমে দেবেন্দ্রকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বুধবার তাকে মেদিনীপুর আদালতে তোলা হয়। দেবেন্দ্র গ্রেফতার হতে সবং ব্লক তৃণমূল সভাপতি আবু কালাম বক্স বলেন, আমরা জানি দেবেন্দ্র দীর্ঘদিন ধরে বিজেপি করত। এই হচ্ছে বিজেপির চরিত্র। এরা নিজেদের মেয়েকেও ছাড়ে না। এটাই বিজেপি এবং বিজেপি নেতাদের কালচার। এই জঘন্যতম ঘটনার নিন্দা এবং উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

বারবার ভোটে হেরে বাংলাকে ভাতে মারার চক্রান্ত বিজেপির

বিজয়া সম্মিলনীর জনজোয়ারে জনপ্রতিনিধিরা

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানেই সোনালি ভবিষ্যৎ

সংবাদদাতা, পূর্ব বর্ধমান : পূর্বস্থলী ১ ব্লকে তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনী কার্যত পরিণত হয় জনজোয়ারে। বিজয়া সম্মিলনীত মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, বর্ধমান পূর্বের সাংসদ ডাঃ শর্মিলা সরকার, ব্লক সভাপতি রাজকুমার পাণ্ডে, পূর্বস্থলী উত্তরের বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ মল্লিক বক্তব্য পেশ করেন। সভায় স্বপনবাবুর বক্তব্যজুড়ে ছিল একদিকে বিজেপির বিভাজন ও প্রতিহিংসামূলক রাজনীতির তীব্র সমালোচনা, অন্যদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলার কোণে কোণে উন্নয়নের পরিসংখ্যান। তিনি বলেন, বিজেপি বাংলায় ভোটের মাঠে বারবার পর্যুদস্ত হয়ে ভাতে মারার রাজনীতি চালাচ্ছে। ন্যায্য পাওনা থেকে বাংলাকে বঞ্চিত করছে। ভিনরাজ্যে

■ পূর্বস্থলীর বিজয়া সম্মিলনীতে কর্মীদের মাঝে মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। বুধবার।

কর্মরত বাঙালিদের নানাভাবে হেনস্থা করছে। বাংলাভাষাকে অসম্মান করছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলাকে এভাবে আটকানো যাবে না। সিপিএমের মতো বিজেপিও বাংলা থেকে মুছে যাবে। ভিড়ে ঠাসা সভায় চতুর্থবারের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন মা-মাটি-মানুষের সরকার গড়ার ডাক দিয়ে সাংসদ শর্মিলা বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানেই উন্নয়ন। নারীর ক্ষমতায়ন। উনিই বাংলার বর্তমান, বাংলার সোনালি ভবিষ্যৎ। সমস্ত মনোমালিন্য মুছে আমরা তৃণমূলকে জেতানোর শপথ নিয়ে ঝাঁপাই। আমাদের একটাই পরিচয়, আমরা তৃণমূল। সভায় জনজোয়ারে খুশি সভার আহ্বায়ক তথা পূর্বস্থলী ১ ব্লক তৃণমূল সভাপতি রাজকুমার পাণ্ডে।

বীরভূমে ১১ আসনেই জয় চাইলেন অনুব্রত

সংবাদদাতা, বীরভূম : বীরভূম জেলা তৃণমূলের উদ্যোগে বিজয়া সম্মিলনীর অনুষ্ঠান কার্যত শুরু হয়ে গেল। সেখান থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চতুর্থবার মুখ্যমন্ত্রী করার আহ্বান জানান অনুব্রত মণ্ডল। বুধবার বোলপুরে গীতাঞ্জলি প্রেক্ষাগৃহে কোর কমিটির আহ্বায়ক অনুব্রত মণ্ডল ও জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের উপস্থিতিতে তৃণমূল কর্মীদের মিষ্টিমুখ করিয়ে আসন্ন

■ ভিড়ে ঠাসা গীতাঞ্জলি প্রেক্ষাগৃহে বিজয়া সম্মিলনীতে অনুব্রত মণ্ডল।

বিধানসভা নির্বাচনের আগে বীরভূম জেলা তৃণমূল কীভাবে সংগঠন এগিয়ে নিয়ে যাবে সেই বিষয়ে বেশ কটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরে অনুব্রত কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বীরভূমের ১১টি আসনে তৃণমূল প্রার্থীদের জয় সুনিশ্চিত করতে হবে। এর জন্য দলের অঞ্চল, ব্লক এবং শহর সভাপতিদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। কারণ তাঁদের নেতৃত্বেই কর্মীরা দলের প্রার্থীদের জেতানোর জন্য মাঠে ঝাঁপিয়ে পড়েন। গ্রীষ্ম বর্ষা শীত উপেক্ষা করে আমাদের নেতা বানান নীচুতলার কর্মীরা। আমরা মঞ্চ থেকে কর্মীদের বিভিন্ন নির্দেশ দেই, কিন্তু ময়দানে বিরোধীদের চোখে চোখ রেখে সেই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে প্রতিটি বিধানসভায় দলীয় প্রার্থীদের জিতিয়ে নিয়ে আসেন কর্মীরাই। আগামী ১৮ তারিখ অবধি গোটা বীরভূমজুড়ে বিজয়া সম্মিলনীর অনুষ্ঠান চলবে। ব্লক থেকে টাউন, অঞ্চল থেকে ব্লক প্রত্যেক জায়গায় মানুষের সঙ্গে নিবিড় জনসংযোগ গড়ে তুলতে হবে। কোথাও দলের মধ্যে সমস্যা থাকলে তা দূরে সরিয়ে প্রত্যেক নেতা থেকে কর্মীদের একসঙ্গে লড়াই করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনমুখী প্রকল্পগুলোর সুফল মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে। মানুষ কোথাও সেগুলো থেকে বঞ্চিত হলে সমাধান করতে হবে। ত্রিপুরায় তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুরের ঘটনায় নিন্দা করে অনুব্রত বলেন, বাংলায় বিরোধীদের কার্যালয়ে কখনওই হামলা হয় না। কারণ মুখ্যমন্ত্রীর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যিনি সহনশীলতা এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশে বিশ্বাসী। নীতিগত রাজনৈতিক লড়াই চলবে। তা বলে দলীয় কার্যালয়ে হামলা মেনে নেওয়া যায় না।

বিজয়ার মঞ্চ থেকে অঞ্চল, ব্লক নেতাদের সতর্ক জেলা সভাপতির

প্রতিবেদন : দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে মঙ্গলবার বাঁকুড়ার পাত্রসায়রে বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল বিজয়া সম্মিলনী করে। বিজয়ার সেই মঞ্চ থেকেই দলের অঞ্চল সভাপতি, বুথ সভাপতি এবং ব্লক নেতাদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি সুব্রত দত্ত কাজ না করলে পদ কেড়ে নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন। গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের সদস্যরা কাজ না করলে তাঁদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান। দলীয় কর্মীদের বলেন, যে অঞ্চল বা বুথ বা ব্লকেই কাজে গাফিলতি দেখা যাবে, সেখানেই সভাপতি বদল করা হবে। নিষ্ক্রিয় কোনও সদস্যকেই বরদাস্ত করা হবে না। যদি ব্লক বা বুথ স্তরের কর্মীরা ভাবেন যে পঞ্চায়েত ভোট মিটে গিয়েছে বলে বিধানসভা ভোটে তাঁদের কোনও দায়িত্ব নেই, সেটা ভুল। পরে সংবাদ মাধ্যমে তিনি

■ বিজয়া সম্মিলনীতে বক্তব্যরত সুব্রত দত্ত।

জানান, তাঁর বক্তব্য একেবারেই হুঁশিয়ারি নয়। বরং ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে দলে শান দেওয়ার কাজই করেছেন। তাঁর কথায়, দল সভাপতিদের নির্বাচন করে মানুষের উন্নয়নের জন্য। সেই কাজে গাফিলতি হলে দল কাউকে ছেড়ে কথা বলবে না। প্রসঙ্গত, ২৬-এর বিধানসভা ভোটে জিততে পুজোর আগেই কোমর বেঁধে ময়দানে নেমে পড়েন তৃণমূল নেতৃত্ব। দফায় দফায় দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠকও করেন বেশ কিছু জেলার নেতারা।

পুজো মিটতেই পথশ্রী প্রকল্পের বকেয়া-সহ রাস্তা সংস্কারে ফের ৮০ কোটি পাচ্ছে পশ্চিম মেদিনীপুর

প্রতিবেদন : পুজো মিটতেই রাস্তা সংস্কারে ফের ৮০ কোটি টাকা পাচ্ছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন। পথশ্রী প্রকল্পের বকেয়া থাকা টাকাও মিলবে বলে জানা গিয়েছে। টাকা অনুমোদনের খবরে খুশি জেলার বাসিন্দারা। বিজয়া সম্মিলনী থেকে এলাকায় ভোটের তোড়জোড় শুরুর নির্দেশ এসেছে জেলার নেতাদের কাছে। অতিবর্ষার জেরে জেলার একাধিক রাস্তার অবস্থা এতটাই খারাপ যে হাসপাতালে পৌঁছতে না পেরে গাড়িতেই প্রসব হওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। ফলে চিন্তায় পড়েন জেলার তৃণমূল নেতা, মন্ত্রী ও বিধায়করা। ফলে রাস্তা সংস্কারে ৮০ কোটি টাকা আসার খবরে এবার কার্যত স্বস্তি মিলেছে তাঁদের। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, গড়বেতা থেকে চন্দ্রকোনা, ঘাটাল থেকে দাসপুর ছাড়াও দাঁতন, মোহনপুর, কেশিয়াড়ি, সবং, পিংলার মতো বেশ ক'টি ব্লকের একাধিক ভাঙা রাস্তা পুজোর আগে সাময়িক সারানো হলেও নবমীর দিন থেকে ফের জেলার একাধিক জায়গায় বৃষ্টির জেরে রাস্তার অবস্থা আবার খারাপ হয়ে পড়ে।

■ টানা বৃষ্টিতে বেহাল রাস্তার সংস্কার হবে দ্রুত।

বিভিন্ন ব্লক থেকে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করেও বেহাল রাস্তা দ্রুত সংস্কারের দাবি জানানো হয়। তারই নিরিখে পথশ্রী ৪ প্রকল্পে সম্প্রতি আরও ৬২০টি রাস্তা তৈরির অনুমোদন মিলেছে। প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, এর মধ্যে কেশপুরে ৬৬টি, সবং ব্লকে ৬১টি, গড়বেতা ২ ব্লকে ৪৪টি, দাঁতন ২ ব্লকে ৩৩টি, গড়বেতা ৩ ব্লকে ৩৩টি, নারায়ণগড়ে ৩০টি, দাঁতন ১ ব্লকে ১০টি, শালবনি ব্লকে ৮টি রাস্তা রয়েছে। এই টাকায় কেশিয়াড়ির পাশাপাশি অন্য ব্লকের রাস্তারও সংস্কার হবে বলে জানায় জেলা প্রশাসন। জেলা সভাধিপতি প্রতিভারানি মাইতির কথায়, রাস্তার সমস্যার কথা সরকারকে জানিয়েছিলাম। তাই আরও রাস্তা তৈরির জন্য ৮০ কোটি টাকা বরাদ্দের পাশাপাশি পথশ্রী প্রকল্পের বকেয়া টাকাও শিগগিরই দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে রাজ্য। ৮০ কোটির মধ্যে প্রথমে ৬০ কোটি টাকার রাস্তা করা হবে। পরবর্তীকালে গুরুত্ব বুঝে বাকি টাকা খরচ করা হবে। প্রাথমিকভাবে এর মধ্যে ঘাটাল ব্লকে প্রায় ১০ কোটি, চন্দ্রকোনা ১ ও ২ ব্লকে ৭ কোটি করে ১৪ কোটি, দাসপুর ১ ও ২ ব্লকে ৩ কোটি করে মোট ৬ কোটি টাকা দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। বাকি কোন ব্লককে কত টাকা দেওয়া হবে সেই পরিকল্পনা দ্রুত চূড়ান্ত করা হবে বলে জানান প্রশাসনিক কর্তারা।

আইএনটিটিইউসির নয়া সহ-সভাপতিদের সংবর্ধনা

সংবাদদাতা, ডেবরা : ক'দিন আগেই ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি ব্লক সভাপতি, শহর সভাপতি, সহ-সভাপতিদের নাম ঘোষণা করেছে দল। তারপরেই বুধবার দুপুরে ডেবরায় ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি'র জেলা সভাপতি সনাতন বেরার উদ্যোগে নবনির্বাচিত ব্লক, শহর সহ-সভাপতিদের শুভেচ্ছা ও সংবর্ধনা জানানো হল। জেলা সভাপতি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক গোপালচন্দ্র দে, জেলা কমিটির সদস্য কানন চক্রবর্তী, ঝন্টু পাত্র, ডেবরা আইএনটিটিইউসি সভাপতি আলতাব আলি, সবং ব্লক আইএনটিটিইউসি সভাপতি বিপুন মাইতি, ঘাটাল টাউন আইএনটিটিইউসি সভাপতি স্বপন ভুঞ্যা, ডেবরা ব্লক যুব তৃণমূল সভাপতি প্রকাশ মিশ্র-সহ নবনির্বাচিত ব্লক ও শহর সহ-সভাপতিরা। সনাতন বেরা জানান, সকলের সঙ্গে আলাপচারিতা সারা হল। আগামী দিনে সমস্ত সংগঠনকে নিয়ে হবে বিজয়া সম্মিলনী। ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটে কাজের রূপরেখাও তৈরি হবে।

জুয়ার ঠেক ভাঙল পুলিশ, গ্রেফতার ৮

সংবাদদাতা, নদিয়া : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রানাঘাট পুলিশ জেলার তত্ত্বাবধানে কল্যাণী থানা এবং গয়েশপুর পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্ভুক্ত বেশ কিছু জায়গায় হানা দিয়ে পুলিশের জালে গ্রেফতার হল ৮ জন। কল্যাণীর বেশ কিছু অঞ্চলে রমরমিয়ে চলছিল জুয়ার ঠেক। কল্যাণী থানার পুলিশ চৈতন্য মোড়-সহ দু-এক জায়গায় বিশেষ অভিযান চালায়। পুলিশি হানায় পালানোর চেষ্টা করে অনেকে। পুলিশ পাকড়াও করে আটজনকে। পাশাপাশি কয়েক হাজার নগদ অর্থ-সহ বেশ কিছু আসবাবপত্র বাজেয়াপ্ত করে। বুধবার ধৃতদের তোলা হয় কল্যাণী আদালতে।

দুর্গাপুরে বেঙ্গল কাপ

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : ভগৎ সিং স্টেডিয়ামে শুরু হয়েছে ছয় দিনের অল বেঙ্গল টেনিস ক্রিকেট টুর্নামেন্ট বেঙ্গল কাপ। টুর্নামেন্টে ১৬টি জেলা অংশগ্রহণ করছে। চলবে ১২ অক্টোবর পর্যন্ত। টুর্নামেন্টের উদ্যোক্তা কাব্য ঘোষ জানান, ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট বেঙ্গল কাপে দুই বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, দুই মেদিনীপুর, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, হাওড়া, হুগলি, বীরভূম ও দুই ২৪ পরগনা অংশগ্রহণ করছে। উইনার টিম পাবে ৪ লক্ষ এবং রানার্স টিম পাবে ৩ লক্ষ টাকা।

দাসপুরে পাড়া শিবিরে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, জয়েন্ট বিডিও

সংবাদদাতা, দাসপুর : রাজ্যের জনমুখী প্রকল্পগুলি সরাসরি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ বাস্তবায়িত করতে অগাস্টের শুরু থেকেই চলছে আমাদের পাড়া কর্মসূচি। চলবে অক্টোবরের শেষ পর্যন্ত। সেই কর্মসূচি পালিত হল বুধবার দাসপুর ১ ব্লকের নন্দনপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের গোবিন্দনগর নিম্ন বুনিয়াদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। দাসপুর ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুকুমার পাত্র, জয়েন্ট বিডিও সুজন দোলই, দাসপুর ১ ব্লক মার্কেটিং সোসাইটির চেয়ারম্যান কৌশিক কুলভী কর্মসূচিতে অংশ নেন। জানা যায়, গোবিন্দনগর পূর্ব, গোবিন্দনগর পশ্চিম এবং দুর্গাপুর সংসদ এলাকার জরুরি কাজগুলি অবিলম্বে শুরু করে মানুষের সমস্যা সমাধানের প্রয়াস চলবে ভোটারদের নিয়ে। ভোটাররা বলেন, আধিকারিক থেকে জনপ্রতিনিধি প্রত্যেককেই সামনে পেয়ে আপ্লুত।

■ পাড়া শিবিরে প্রশাসনিক কর্তারা।

মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ৫ লক্ষ চেম্বার অফ কমার্সের

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : উত্তরবঙ্গের সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে এগিয়ে এল শিল্পনগরী দুর্গাপুর। আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে ঘোষণা করা হল, দুর্গাপুর চেম্বার অফ কমার্স মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ৫ লক্ষ টাকার অনুদান দেবে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আড্ডার চেয়ারম্যান কবি দত্ত, দুর্গাপুর চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি চন্দন দত্ত, সহ-সভাপতি ও সদস্যরা। কবি দত্ত জানান, উত্তরবঙ্গের বহু মানুষ এই বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এই মানবিক উদ্যোগের সঙ্গে আমরা সকলেই একাত্ম। দুর্গাপুর চেম্বার অফ কমার্সের তরফে আমরা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ৫ লক্ষ টাকার চেক দিচ্ছি। শিল্পনগরীর ব্যবসায়ীরা সবসময় সমাজের পাশে থেকেছেন। রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগে অংশ নিতে পেরে আমরা গর্বিত।

বেলডাঙায় স্ত্রী ও ছেলেকে খুন করে আত্মঘাতী স্বামী

প্রতিবেদন : বুধবার সাতসকালে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় নৃশংসভাবে স্ত্রী ও ছেলেকে করাত দিয়ে কুপিয়ে খুন করল স্বামী। এর পর নিজেও আত্মঘাতী হয় স্বামী। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। কিন্তু কী কারণে এই খুন ও আত্মঘাতের ঘটনা তা নিয়ে ধোঁয়াশা কাটাতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, পেশায় প্যান্ডেল ব্যবসায়ী আত্মঘাতী সঞ্জিত হালদার স্ত্রী মৌসুমী হালদার ও পুত্র রায়ান হালদারকে নিয়ে বেলডাঙা থানার আন্দিরন গ্রামে বসবাস করতেন। প্রতিবেশীরা জানান, অভাব থাকলেও সুখে ছিল পরিবারটি। আচমকা বুধবার সকালে ঘর থেকে উদ্ধার হয় মৌসুমী ও রায়ানের রক্তাক্ত দেহ। পাশে ঝুলন্ত অবস্থায় মেলে সঞ্জিতের দেহ। প্রতিবেশীরা থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে তিনজনের দেহ উদ্ধার করে। সঞ্জিতের পরিবারের দাবি, নেপথ্যে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক থাকার সম্ভাবনা থাকতে পারে। হয়তো স্ত্রী পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ায় অশান্তির জেরেই স্ত্রী ও ছেলেকে খুন করেছে সঞ্জিত। তারপর নিজেকেও শেষ করে। তদন্তকারীরা জানান, মৃতদের পরিবার-পরিজন, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কথা বলে এই বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা মিলতে পারে। সেইমতো পুলিশ তদন্ত শুরু করে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে। আপাত শান্ত পরিবারের এই ধরনের মর্মান্তিক পরিণতিতে গোটা এলাকায় প্রতিবেশীদের মধ্যে শোকাবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। রয়েছে খুন ও আত্মহত্যা নিয়ে রহস্য।

ভুটানের ৭২ নদী ফিবছর রাজ্যে বিপর্যয় ঘটায় অথচ কেন্দ্র রিভার কমিশন গঠনে আগ্রহী নয়

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : ঝাড়গ্রামে টানা বর্ষণে ক্ষয়ক্ষতি পর্যালোচনায় গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বৈঠক করলেন সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া। টানা বর্ষণে জেলার ক্ষয়ক্ষতি ও ত্রাণব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে বুধবার ঝাড়গ্রাম জেলা প্রশাসনের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করলেন সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া। জেলাশাসকের সভাঘরের বৈঠকে ছিলেন জেলাশাসক, সভাধিপতি, পঞ্চায়েত সমিতির প্রতিনিধি ও বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকেরা। বৈঠকে গোপীবল্লভপুর ২ ব্লকের কুলিয়ানা অঞ্চলের মালিঞ্চা গ্রামে স্থায়ীভাবে নদীভাঙন রোধে চলমান ১২০০ মিটার কাজের পাশাপাশি স্থানীয়দের দাবি অনুযায়ী আরও ২০০ মিটার কাজ করার নির্দেশ দেন মন্ত্রী। অতিরিক্ত কাজের ব্যয়ের হিসাব দ্রুত জমা দিতে বলেন দফতরের আধিকারিকদের। উল্লেখ্য, মালিঞ্চা গ্রামে প্রশাসনের উদ্যোগে প্রায় ৮৬ লক্ষ

ঝাড়গ্রামে বৈঠকে মন্ত্রী

টাকায় অস্থায়ী ভাঙনরোধের কাজ শুরু হলেও পুজোর সময় থেকে বন্ধ। বৈঠকে সেচমন্ত্রী জানান, ঝাড়গ্রাম ব্লকের চুবকা অঞ্চলে কংসাবতীর উপর একটি স্থায়ী সেতু নির্মাণ হবে স্থানীয়দের দাবিমতো। জেলা সভাধিপতি চিন্ময়ী মারাণ্ডি জানান, মন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন দ্রুত প্রশাসনের বিভিন্ন দফতরকে নিয়ে বৈঠক করতে। শিগগিরই বৈঠকে বসে নতুন সেতু নির্মাণ ও সংস্কারের প্রস্তাব প্রস্তুত করব। মন্ত্রী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন, গালুডির জলে বিপর্যস্ত জেলাগুলিতে বৈঠক করে ক্ষয়ক্ষতি ও ত্রাণব্যবস্থা পর্যালোচনা করতে। নয়াগ্রাম, আমদই ঘাট, ডুলুং নদীর উপর সেতু তৈরির বিষয়েও আলোচনা হয়। ১২ বছর ধরে আমি ইন্দো-ভুটান রিভার কমিশন গঠনের আবেদন জানিয়ে আসছি। ভুটান থেকে নেমে আসা ৭২টি নদী প্রতি বছর আমাদের রাজ্যে বিপর্যয় ঘটায়। অথচ কেন্দ্র এখনও রিভার কমিশন গঠনে আগ্রহী নয়। দুর্যোগ নিয়ে রাজনীতি না করে বাস্তব সমাধান বের করা উচিত। মন্ত্রী জানান, জেলা প্রশাসন, জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি, পূর্ত ও সেচ দফতর একসঙ্গে বৈঠক করে জেলার সেতুগুলির তালিকা প্রস্তুত করবে। তার ভিত্তিতে সেচ দফতরের আওতায় থাকা সেতুগুলির দ্রুত কাজ হবে।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
9 October, 2025 • Thursday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

দুর্গত এলাকা পরিদর্শনে মন্ত্রী • ত্রাণ নিয়ে তৃণমূলের প্রতিনিধিরা

■ ধূপগুড়িতে মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায় প্রমুখ।

■ জলপাইগুড়ির ত্রাণ শিবিরে জেলা পুলিশ সুপার উমেশ গণপত খান্ডেবহালে।

■ দুধিয়ায় ত্রাণ নিয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য।

■ নাগরাকাটায় বিজন সরকার।

ব্যুরো রিপোর্ট: প্রবল বৃষ্টি আর সিকিম ও ভুটানের নদীর জলে ক্ষতিগ্রস্ত উত্তরের পাহাড় থেকে সমতল। যদিও প্রশাসনের তৎপরতায় দ্রুত ছন্দে ফিরছে। আবহাওয়া উপেক্ষা করে উত্তরে ছুটে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পৌঁছে গিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা এবং ত্রাণ শিবিরেও। সমস্যার সমাধান করেছেন দুর্গতদের। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বুধবার ধূপগুড়ির ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় যান মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। দুর্গত এলাকা ঘুরে দেখে প্রত্যেকের খোঁজ খবর নেন মন্ত্রী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায়-সহ প্রশাসনের আধিকারিকরা। মন্ত্রী দুর্গতদের আশ্বাস দিয়ে বলেন, আপনাদের যেসব সমস্যা রয়েছে সবকিছু আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরব। তিনি নিজে নজর রাখছেন উত্তরবঙ্গের প্রতিটি বন্যাকবলিত অঞ্চলের ওপর। আপনাদের ঘরবাড়ি মেরামত, খাবার, ওষুধ সবকিছুই রাজ্য সরকার নিশ্চিত করবে। এদিকে, বিপর্যস্ত এলাকাগুলিতে প্রতিদিনই ত্রাণ নিয়ে পৌঁছে যাচ্ছে তৃণমূলের প্রতিনিধিদল। বুধবার দুধিয়া ব্রিজ সংলগ্ন অঞ্চলে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য ও প্রাক্তন সাংসদ শান্তা ছেত্রী ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের হাতে তুলে দেন প্রয়োজনীয় সামগ্রী। ছিলেন তনয় তালুকদার, নির্ণয় রায়-সহ অন্যান্য সদস্যরা। একই দিনে নাগরাকাটা বামনডাঙায় পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির বিজন সরকারের উদ্যোগে ৫০০ জন সাধারণ মানুষ ও ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনীয় জিনিস দেওয়া হয়। এছাড়াও নাগরাকাটা ব্লকের প্রত্যন্ত এলাকা বামনডাঙা ও টন্ডু চা-বাগান এলাকায় ত্রাণ শিবিরে যান জেলা শাসক শমা পারভিন, জেলা পুলিশ সুপার উমেশ গণপত খান্ডেবহালে, মাল মহকুমা শাসক শুভম কুন্ডল সহ একাধিক আধিকারিক। ত্রাণ শিবিরে দুপুরে রান্না করা খাবার পরিবেশনের সময় দেখা যায় জেলা পুলিশ সুপার নিজেই খিচুড়ির বালতি হাতে নিয়ে দুর্গতদের খাবার তুলে দেন। অন্যদিকে জেলাশাসক শমা পারভিন জেসিবিতে চেপে দুর্গম এলাকায় ঢুকে সরেজমিনে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন।

জেলায় জেলায় তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনী

■ কুমারগঞ্জে বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চে তৃণমূলের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অবজারভার রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র, জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল, বিধায়ক তোরাব হোসেন মণ্ডল প্রমুখ।

■ বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চে তৃণমূলের যোগদান বুধবার কালিয়াগঞ্জে। ছিলেন কানাইয়ালাল আগরওয়াল, মোশারফ হোসেন, কৃষ্ণ কল্যাণী, সন্দীপ বিশ্বাস, চৈতালি ঘোষ সাহা, কৌশিক গুণ।

ফের যাব উত্তরবঙ্গে

(প্রথম পাতার পর)

কাজও চলছে। নাগরাকাটা ব্রিজের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। ১৫ দিনের মধ্যে অস্থায়ী ব্রিজ তৈরি করে দেওয়া হবে। স্থায়ী ব্রিজ তৈরি করতে সময় লাগবে এক বছর। রাস্তা সংস্কারের কাজও চলছে। ঘরবাড়ি তৈরি করে দেওয়ার জন্য প্রশাসন তালিকা তৈরি করছে। নথি ফেরাতে ইতিমধ্যেই ক্যাম্প শুরু হয়েছে। প্রশাসন কোনও খামতি রাখছে না কাজে। পাহাড় থেকে ডুয়ার্স— সর্বত্রই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ চলছে। সব দফতর একসঙ্গে কাজ করছে। তিনি আরও জানান, স্বজনহারা ২১ জন পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছি। দুটি পরিবার নেপাল ও ভুটানের, তাদের শনাক্ত করে পাঠানোর ব্যবস্থা চলছে। মুখ্যমন্ত্রী এদিন আরও জানান, ৪০০টি ত্রাণ-কিট পাঠানো হয়েছে, যাতে কম্বল-সহ প্রয়োজনীয় জিনিস রয়েছে। প্রায় এক হাজার পর্যটককে ৪৫টি ভলভো বাসে ফিরিয়ে আনা হয়েছে, এনবিএসটিসি তার ব্যবস্থা করেছে।

■ বিষ্ণুনগর গ্রামে প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাংসদ প্রকাশ চিক বরাইক।

সাংসদের আশ্বাসে নিশ্চিন্ত বিষ্ণুনগর গ্রাম

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : বিজেপি বিধায়কের দ্বারা বৃদ্ধর হেনস্থা হওয়ার ঘটনায় গতকাল প্রতিবাদ সভা করেছিল তৃণমূল। এরপর বুধবার গ্রামের মানুষদের ভরসা দিতে সেখানে পৌঁছলেন রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশচিক বড়াইক। তাঁর সঙ্গে ওই গ্রামে যান কুমারগ্রামের বিডিও রজতকুমার বলিদা সহ ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা। সংসদের তরফে গ্রামবাসীদের আশ্বাস মিলেছে স্থায়ী সেতু এবং রাস্তা নির্মাণের। এদিন বিষ্ণুনগর কলোনিতে দুর্গতদের খোঁজ নিতে যান রাজ্যসভার সংসদ প্রকাশচিক বড়াইক এবং কুমারগ্রামের ভিডিও রজতকুমার বলিদা। বুধবার দুপুরে কুমারগ্রাম ব্লকের প্রত্যন্ত গ্রাম মাঝেরডাবরি বিষ্ণুনগরে পৌঁছে এলাকার কৃষক এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন সাংসদ। বিটিসি কলোনি এবং বিষ্ণুনগর নতুন বাজারের মধ্যে রতনঝোরার উপর স্থায়ী সেতু নির্মাণের আশ্বাস দেন রাজ্যসভার সাংসদ, এছাড়াও মাঝেরডাবরি রেলগেট থেকে বিটিসি কলোনি পর্যন্ত বিটুমিনের রাস্তা নির্মাণ করা হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

ধূপগুড়িতে দেহ উদ্ধার

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: প্রাকৃতিক দুর্যোগ উত্তরবঙ্গের মানুষের প্রাণ কেড়েছে একের পর এক। এখনও কাটেনি শঙ্কা, বন্যার ক্ষতচিহ্ন রয়ে গিয়েছে সর্বত্র। এরই মধ্যে ফের দিশেহারা ধূপগুড়ি মহকুমা। বুধবার জলঢাকা নদীর স্রোত থেকে উদ্ধার হয় জোড়া দেহ। এদিন সকালে ধূপগুড়ি শহর সংলগ্ন মাগুরমারি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ময়নাতলিতে ভেসে ওঠে একটি পচাগলা দেহ এবং একটি নরকঙ্কাল। স্থানীয়দের অনুমান, পচাগলা দেহটি সাম্প্রতিক বন্যার জলে ভেসে এসেছে, আর উদ্ধার হওয়া নরকঙ্কালটি সম্ভবত অনেকদিন আগের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ধূপগুড়ি থানার পুলিশ।

তাণ্ডবের কথা স্বীকার বিজেপির

(প্রথম পাতার পর)

সরকারের মদতে বিশাল পুলিশ বাহিনীর সামনেই রাজধানী আগরতলায় গুন্ডারাজ, তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ে অবাধে ভাঙচুর। এই হচ্ছে ত্রিপুরার গণতন্ত্র! আর প্রধানমন্ত্রী সোশ্যাল মিডিয়ায় বাংলার গণতন্ত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন! কোন মুখে এমন কথা বলেন? মঙ্গলবার ত্রিপুরায় তৃণমূলের পার্টি অফিসে ভাঙচুরের প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে দল। বিজেপির ত্রিপুরায় 'নীরব দর্শক' পুলিশের সামনে তৃণমূলের কার্যালয়ে ভয়াবহ আক্রমণে যে বিজেপির 'সার্টিফায়েড' লুম্পেনরাই নেতৃত্ব দিয়েছে, ছবি-সহ তথ্য তুলে ধরে তার প্রমাণ দিল তৃণমূল। এদিন তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরা বিজেপির মুখোশ খুলে দিলেন মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা ও দলের মুখপাত্র তথা কাউন্সিলর অরূপ চক্রবর্তী। ভাঙচুরের ভিডিও দেখিয়ে নেপথ্যে থাকা বিজেপি নেতাদের ফেসবুক প্রোফাইলের ছবি তুলে ধরেন শশী-অরূপরা। দেখা গেল, আগরতলার তৃণমূল কার্যালয়ে ভাঙচুরের নেতৃত্বে ছিল ত্রিপুরার বিশালগড়ের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত দেব, বিজেপির জেলা সভাপতি অসীম ভট্টাচার্য এবং ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার ভাইস প্রেসিডেন্ট ভিকি প্রসাদ। এই তিন 'সার্টিফায়েড' দুষ্কৃতীর নেতৃত্বেই অবাধে গুন্ডারাজ চলেছে। এই নিয়ে ডাঃ শশী পাঁজা জানালেন, বিজেপির নির্বাচিত বিধায়কের নেতৃত্বে আগরতলার বনমালীপুরের তৃণমূল পার্টি অফিসে ভাঙচুর হয়েছে। এই বনমালীপুর আবার ওই রাজ্যের প্রাক্তন 'সুপারফ্লপ' মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবের নির্বাচন কেন্দ্র। এই তো ত্রিপুরার অবস্থা, এই তাঁদের গণতন্ত্রের উদাহরণ! আবার অরূপ চক্রবর্তী বলেন, তৃণমূল কার্যালয়ে স্টেট স্পনসর্ড লুম্পেনদের হামলায় জড়িত যারা 'চিহ্নিত' বিজেপি কার্যকর্তা-বিজেপি বিধায়ক, বিজেপি জেলা সভাপতি, বিজেপি রাজ্য যুব মোর্চার সম্পাদক; তাঁদের বিরুদ্ধে কখন এবং কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, তার জবাব দিতে হবে। গণতন্ত্র নিয়ে যাঁরা বড় বড় ডায়লগ মারেন, তাঁরা নিজেরা কতটা গণতন্ত্র রক্ষা করেন, সারা দেশের মানুষ এখন সেটা বুঝতে পারছেন।

হরিয়ানায় নিজের সার্ভিস রিভলভার থেকে গুলি চালিয়ে আত্মঘাতী হলেন রাজ্য পুলিশের অতিরিক্ত ডিরেক্টর জেনারেল পুরন কুমার। তাঁর পকেট থেকে পাওয়া সুইসাইড নোটে প্রাক্তন ডিজিপি-সহ ৮ আইপিএস ও ২ আইএএস অফিসারের বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগ করা হয়েছে

ত্রিপুরায় বিজেপির গুন্ডামির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ডাক তৃণমূলের

■ কলকাতা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি প্রতিনিধিদল। আছেন বীরবাহা হাঁসদা, প্রতিমা মণ্ডল, কুণাল ঘোষ, সায়নী ঘোষ ও সুদীপ রাহা।

■ আগরতলা বিমানবন্দরে ধরনা। প্রতিনিধিদলের সঙ্গে রয়েছেন ত্রিপুরা যুব তৃণমূল সভাপতি শান্তনু সাহা ও তৃণমূলনেত্রী পান্না দেব।

■ গাড়ি কোথায়? পুলিশকর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় কুণাল ঘোষ, সুস্মিতা দেব, শান্তনু সাহা।

■ আগরতলায় পুলিশের সদর দফতরের সামনে।

■ তৃণমূলের পতাকা সযত্নে তুলে নিলেন দলীয় নেতৃত্ব।

■ প্রদেশ কার্যালয়ের সামনে প্রতিনিধিদের স্লোগান।

■ তৃণমূল কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক।

ভয়ঙ্কর কাণ্ড যোগীরাজ্যের মেডিক্যাল কলেজে

জলের ট্যাঙ্কে পাওয়া গেল পচাগলা দেহ

লখনউ: এই হল যোগীরাজ্য। কী করুণ দশা গেরুয়া সরকারের স্বাস্থ্য দফতরের। মেডিক্যাল কলেজের জলের ট্যাঙ্কে পাওয়া গেল পচাগলা দেহ। গত প্রায় ১০ দিন ধরে সেই জলই নিজেদের অজান্তে ব্যবহার করেছেন কলেজের পড়ুয়ারা এবং কর্মীরা। সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার হল ওই জল ব্যবহৃত হয়েছে হাসপাতালের ওয়ার্ড এবং আউটডোরেও। ভয়ঙ্কর এই ঘটনাটি ঘটেছে ডি অরিয়ার মহর্ষি দেবরাহা বাবা মেডিক্যাল কলেজে। এই ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল ডাক্তারি পড়ুয়াদের অর্থাৎ ভবিষ্যতের চিকিৎসকদের স্বাস্থ্য-সুরক্ষার প্রশ্নেও কতটা উদাসীন বিজেপির ডবল ইঞ্জিন সরকার। ধিক্কার উঠেছে রাজ্যজুড়ে। দায়ী করা হয়েছে যোগীর অপদার্থ প্রশাসনকে। প্রশ্ন উঠেছে, দূষিত ওই জল থেকে বিষক্রিয়ায় অসুস্থতা বা মৃত্যুর ঘটনা ঘটলে তার দায় কে নেবে?

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, ১০ দিন ধরে এমন ভয়ঙ্কর ঘটনা নজরেই এল না মেডিক্যাল কলেজ

কর্তৃপক্ষের। কিন্তু আতঙ্ক দেখা দেয় ছাদ থেকে পচা-দুর্গন্ধ ভেসে আসার পরেই। ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। সন্দেহের বশে মেডিক্যাল কলেজের পাঁচতলার ছাদে উঠে দুর্গন্ধের উৎস খুঁজতে শুরু করেন সাফাইকর্মীরা। জলের ট্যাঙ্কে উঁকি দিতেই আঁতকে ওঠেন তাঁরা। দেখেন জলের ভেতরে পড়ে রয়েছে একটি পচাগলা মৃতদেহ। পরিচয় জানা যায়নি। সম্ভব হয়নি শনাক্ত করাও। মঙ্গলবার জেলাশাসক দিব্যা মিত্তল পরিদর্শনে গিয়ে দেখেন, রিজার্ভারটি তালাবন্ধ থাকার কথা থাকলেও খোলা ছিল সেটি। পুলিশের উপস্থিতিতে দেহটি কোনওরকমে উদ্ধার করে পাঠানো হয় ময়নাতদন্তে। কিন্তু মেডিক্যাল কলেজের জলের ট্যাঙ্কে পচাগলা লাশের রহস্যের কিনারা এখনও পর্যন্ত করতে পারেনি পুলিশ। খতিয়ে দেখা হচ্ছে, এটি খুন, দুর্ঘটনা না অন্যকিছু। সিল করে দেওয়া হয়েছে রিজার্ভারটি। দায়িত্ব থেকে আপাতত সরিয়ে দেওয়া হয়েছে মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল ডাঃ রাজেশ কুমার বর্নওয়ালকে। ৫ সদস্যের তদন্ত কমিটিকে দু'দিনের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে।

দুটি আসনে লড়ার সম্ভাবনা তেজস্বী যাদবের

পাটনা: বিহারে নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে ততই বাড়ছে উত্তেজনার পারদ। ভোটের তারিখ ঘোষণা হওয়ার পরেই শেষ পর্যায়ের আসন নিয়ে দর কষাকষি চলছে জোরকদমে। এই পরিস্থিতিতে নতুন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন আরজেডি সুপ্রিমো তেজস্বী যাদব। একইসঙ্গে নীতীশ কুমার এবং প্রশান্ত কিশোরের গড় থেকে নির্বাচনে লড়বেন বলে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন তিনি। সূত্রের খবর, এই দুটি আসনের মধ্যে একটি জেডিইউ গড় মধুবনির ফুলপরাস এবং অন্যটি রঘোপুর। এই দুই আসনে লড়তে পারেন তেজস্বী। এই রঘোপুর আসনে আবার তেজস্বীর প্রতিদ্বন্দ্বী হবেন জন সুরজ পার্টির নেতা প্রশান্ত কিশোর।

গ্রেফতার জুবিনের পুলিশ ভাই

গুয়াহাটি: নয়া মোড় তদন্তে। গায়ক জুবিন গর্গের মৃত্যুতে এবার গ্রেফতার হলেন খোদ পুলিশকর্তা। সিঙ্গাপুরে গত ১৯ সেপ্টেম্বর স্কুবা ডাইভিং করতে গিয়ে বলিউড গায়কের মৃত্যুর খবরে চমকে ওঠেন অনুরাগীরা। জোরালো হয় খুনের তত্ত্ব। তদন্তে নেমে এবার গায়কের খুড়তুতো ভাই অসম পুলিশের আধিকারিক সন্দীপন গর্গকে গ্রেফতার করল পুলিশ। মৃত্যুর সময় তিনি গায়কের সঙ্গেই ছিলেন বলে জানা গেছে। এর আগে চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল, এবার পুলিশকর্তাকে নিয়ে এখনও পর্যন্ত জুবিনের মৃত্যুতে গ্রেফতারির সংখ্যা দাঁড়াল পাঁচ। জুবিনের স্ত্রী গরিমা সাইকিয়া গর্গ স্বামীর মৃত্যুতে প্রথম দিন থেকেই সঠিক তদন্তের দাবি করে আসছেন। গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের তরফে জুবিনের দেহের দ্বিতীয় ময়নাতদন্তের রিপোর্ট সরকারকে ইতিমধ্যেই ফেরত দিয়েছেন গরিমা। তিনি সাফ জানিয়েছেন, এটা কোনও ব্যক্তিগত তথ্য নয়, তাই প্রকাশ্যে আনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন তদন্তকারীরা।

নিখোঁজ দুই সেনা জওয়ান

জম্মু-কাশ্মীর: জম্মু-কাশ্মীরে জঙ্গিদমন অভিযানে গিয়ে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হলেন দুই সেনা জওয়ান। মঙ্গলবার গভীর রাত থেকে রাজৌরিতে শুরু হয়েছে জঙ্গিদমন অভিযান। চলছে দু'পক্ষের গুলির লড়াই। এরই মধ্যে অনন্তনাগের গাদল জঙ্গলে টহলরত দুই জওয়ানের কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। সেনার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, প্রতিকূল আবহাওয়া ও তুষারপাত হওয়ায় তল্লাশি ও উদ্ধারের কাজ ব্যাহত হচ্ছে।

চূড়ান্ত অব্যবস্থা বিজেপির ছত্তিশগড়ে

ছত্তিশগড়: বিজেপি শাসিত ছত্তিশগড়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ২৪ ঘণ্টা স্ট্রেচারেই পড়ে রইল পথদুর্ঘটনায় নিহত বাংলার ৫ বাসিন্দার দেহ। দেওয়া হয়নি কোনও বরফও। ফ্রিজার না থাকায় পচন ধরেছিল দেহগুলিতে। সেরাজ্যের গেরুয়া সরকারের অব্যবস্থায় রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করলেন মৃতদের পরিজনরা। গত রবিবার বিলাসপুর স্টেশনের কাছে গাড়ি এবং ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছিল হুগলির ৫ বাসিন্দার।

বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ, হত ৬

আমালাপুরম (অন্ধ্রপ্রদেশ): দেওয়ালির আগে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। অন্ধ্রের বাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে প্রাণ হারালেন ৬ জন। গুরুতর জখম হয়েছেন আরও ২ জন। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে রায়াভরমের একটি কারখানায়। জখম দু'জন অত্যন্ত সংকটজনক অবস্থায় মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন হাসপাতালে। বিস্ফোরণের অভিঘাতে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। দুর্ঘটনার কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। বাজি কারখানাটির আদৌ লাইসেন্স আছে কি না তা খতিয়ে দেখছে প্রশাসন।

জয়পুর-আজমের জাতীয় সড়কে ৭ গাড়ি পুড়ে ছাই

জয়পুর: এলপিজি সিলিন্ডার বোঝাই ট্রাকে অগ্নিকাণ্ড, জয়পুর-আজমের জাতীয় সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। মঙ্গলবার শেষ রাতে সানওয়াড়া এলাকায় পরপর বিস্ফোরণের জেরে জাতীয় সড়কে ৭টি গাড়ি পুড়ে ছাই। প্রায় ১০ কিলোমিটার দূর থেকে আগুনের লেলিহান শিখা দেখা যায়। অগ্নিকাণ্ডের জেরে ট্রাকচালক-সহ ৩ জন আহত হয়েছেন বলে খবর।

দেশ বিদেশ
9 October, 2025 • Thursday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পাকিস্তানকে যদি আমরা যুদ্ধবিমানের ইঞ্জিন বিক্রি করি তাহলে পরোক্ষভাবে উপকৃত হবে ভারত। বিতর্ক উসকে এমন দাবি করলেন রুশ প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ তথা 'প্রিমাকভ ইনস্টিটিউট'-এর প্রধান পিয়েত্র টপিচকানভ

রাশিয়ার চাপে যুদ্ধে গিয়ে ইউক্রেনে এবার পণবন্দি গুজরাতের পড়ুয়া

উচ্চশিক্ষার জন্য পুতিনের দেশে গিয়ে ভাড়াটে সেনার প্রশিক্ষণ

কিয়েভ: উচ্চশিক্ষার জন্য রাশিয়া গিয়েছিলেন গুজরাতের ছাত্র সাহিল। পরিস্থিতির চাপে তিনি বাধ্য হন ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধে পুতিন-সেনার হয়ে লড়তে। যুদ্ধক্ষেত্রেই এবার ইউক্রেন সেনাবাহিনীর হাতে আটক হয়েছেন মোদিরাজ্যের ২২ বছরের ছাত্রটি। ওই ভারতীয় তরুণকে যুদ্ধবন্দি করেছে জেলেনস্কির দেশ। ইউক্রেনের সংবাদমাধ্যমগুলিতে প্রকাশিত এই সংক্রান্ত প্রতিবেদন খতিয়ে দেখছে ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রক।

এর আগে বিভিন্ন সময় ইউক্রেন দাবি করেছে, উত্তর কোরিয়া থেকে ভারত, বিভিন্ন দেশের কমবয়সী তরুণদের ভাড়াটে সেনা হিসাবে নামিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে রাশিয়া। গত জানুয়ারি মাসে ভারতের বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছিল, রাশিয়ায় কাজ ও থাকার জন্য গিয়ে চাপে পড়ে রণাঙ্গনে যাওয়া ১২৬ জনের মধ্যে ১২ জন ভারতীয় নাগরিক ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন। ১৬ জন নিখোঁজ রয়েছেন। পণবন্দি হওয়ার পর গুজরাতের পড়ুয়া সাহিলের ভিডিওবার্তা প্রচার করেছে কিয়েভ। তাতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় বিদেশমন্ত্রকের সক্রিয় ভূমিকার দাবি উঠেছে।

প্রসঙ্গত, রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধে শুরু থেকেই নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রেখে দু'দেশের মধ্যে আলোচনার কথা বলেছে নয়াদিল্লি। আমেরিকার ট্রাম্প প্রশাসনের লাগাতার চাপ সত্ত্বেও মস্কোর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞায় যোগ দেয়নি ভারত। সেইসঙ্গে রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল আমদানি অব্যাহত রেখেছে।

সাম্প্রতিক এই ঘটনা সম্পর্কে ইউক্রেনের দাবি, রাশিয়ার হয়ে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছিলেন ২২ বছর বয়সি সাহিল মহম্মদ হোসেন। তিনি ভারতীয় এবং গুজরাতের মোরবির বাসিন্দা। পুতিনের দেশের হয়ে ভাড়াটে সেনা হিসাবে তিনি জেলেনস্কির দেশের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেন। 'দ্য কিভ ইন্ডিপেনডেন্ট'-এর প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, ভারত থেকে রাশিয়ায় পড়াশোনা করতে যান ২২ বছরের ওই তরুণ। রাশিয়ার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন তিনি। রুশ প্রশাসনের চাপেই তিনি ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ভাড়াটে সেনা হিসাবে নামতে বাধ্য হন।

ইউক্রেনের তরফে পণবন্দি সাহিলের একটি ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে। তার সত্যতা যাচাই করা না গেলেও সেখানে তাঁকে বলতে শোনা যায়, রাশিয়ায় মাদক সংক্রান্ত একটি মামলায় তাঁর সাত বছরের জেল হয়েছিল। কারাবাসের সময় তাঁকে একটি বিকল্প সুযোগ দেয় রুশ সেনা। বলা হয়, কারাবাসের শাস্তি এড়াতে চাইলে তাঁকে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লড়তে হবে। এজন্য চুক্তিপত্রে সই করানো হয়েছিল। রাশিয়ায় কারাবাস এড়াতে ওই প্রস্তাব গ্রহণ করেন বলে জানান সাহিল। তাঁকে বলতে শোনা যায়, আমি জেলে থাকতে চাইনি। তাই স্পেশ্যাল মিলিটারি অপারেশন-এর চুক্তিপত্রে সই করেছিলাম। কিন্তু এখান থেকে এখন মুক্তি চাই আমি।

জানা গিয়েছে, ইউক্রেন সেনাবাহিনীকে সাহিল জানিয়েছেন, রুশসেনা তাঁকে ১৬ দিনের প্রশিক্ষণ দেয়। গত ১ অক্টোবর তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হয়েছিল। লড়াইয়ের শুরুতেই ইউক্রেন সেনার কাছে আত্মসমর্পণ করেন তিনি। রাশিয়ায় আর ফিরতে চান না বলে জানিয়েছেন ওই ভারতীয় তরুণ। গোটা ঘটনার প্রেক্ষিতে ভারতের বিদেশমন্ত্রক এখন কী পদক্ষেপ করে সেটাই দেখার।

তিন বিজ্ঞানী পাচ্ছেন রসায়নে নোবেল

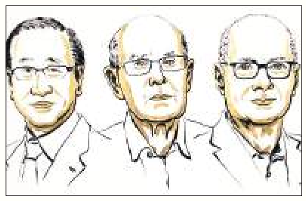

স্টকহোম: রসায়নে নোবেল পাচ্ছেন তিন বিজ্ঞানী। বুধবার রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি জানিয়েছে, ধাতব জৈব কাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত গবেষণায় সাফল্যের স্বীকৃতিতে ২০২৫ সালে রসায়নে যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে সুসুমু কিতাগাওয়া, রিচার্ড রবসন এবং ওমর এম ইয়াঘিকে।

নোবেল কমিটি জানিয়েছে, ইয়াঘি, রবসন এবং কিতাগাওয়া গ্যাস এবং অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ প্রবাহিত হতে পারে এমন বিশাল ছিদ্র-সহ আণবিক কাঠামো তৈরি করেছেন। এই ধাতু জৈব কাঠামো মরুভূমির বাতাস থেকে জল সংগ্রহ করতে, কার্বন ডাই অক্সাইড ধারণ করতে, বিষাক্ত গ্যাস সঞ্চয় করতে বা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অনুঘটক প্রবেশ করানোর কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। নোবেল কমিটির তথ্য অনুযায়ী, সুসুমু কিতাগাওয়া জাপানের কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক রিচার্ড রবসন। আর আমেরিকার বার্কলেতে অবস্থিত ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী হিসেবে কর্মরত ওমর এম ইয়াঘি। মার্কিন মুলুকে পড়াশোনা করলেও ইয়াঘির জন্ম জর্ডনের আম্মানে। একসময় প্যালেস্টাইন থেকে শরণার্থী হিসাবে জর্ডনে পৌঁছেছিল ইয়াঘির পরিবার। প্যালেস্টাইনকে বিশ্বের বহু দেশ এখনও স্বীকৃতি না দিলেও সেই দেশের ভূমিপুত্র রসায়নের বিজ্ঞানী ইয়াঘি জিতে নিলেন নোবেল পুরস্কারের মতো সর্বোচ্চ স্বীকৃতি। নোবেল কমিটি জানিয়েছে, ১ কোটি ১০ লক্ষ সুইডিশ ক্রোনা অর্থপুরস্কার তিন বিজ্ঞানীর মধ্যে সমভাবে বণ্টন করা হবে।

বিজেপির চক্রান্ত বানচাল

(প্রথম পাতার পর)

সবটা দেখান। অবশ্য এই সফরের ঘোষণার পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় হুমকি দেওয়া শুরু করেছিল বিজেপির গুন্ডারা। কলকাতা থেকে রওনা হওয়ার আগে সেকথা জানিয়ে যান প্রতিনিধিদলের সদস্যরা। এদিন ত্রিপুরা পুলিশের ডিজির সঙ্গেও দেখা করে তাঁকে সব অভিযোগ প্রমাণ-নথি-সহ দিয়েছেন প্রতিনিধিদলের সদস্য সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল, সায়নী ঘোষ, দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র কুণাল ঘোষ, মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা ও সাংসদ সুস্মিতা দেব। ত্রিপুরার রাজ্যপালের কাছেও তাঁরা সময় চেয়েছেন দেখা করার। ডিজির সঙ্গে দেখা করার পর প্রতিমা মণ্ডল ও কুণাল ঘোষ জানান, আমরা সবটা জানিয়ে অনুরোধ করেছি দোষীদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে হবে। শুধু তাই নয়, অতীতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনভয়ে হামলা-সহ সায়নী ঘোষ, সুদীপ রাহা ও অন্য তৃণমূল নেতা-কর্মীদের ওপর যে বর্বরোচিত হামলা হয়েছে সেই অভিযোগগুলির বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে হবে। তবে পার্টি অফিস ভাঙচুরের ঘটনায় পুলিশ সুয়োমোটো মামলা করবে নাকি আমরা অভিযোগ করব সেটা স্থানীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করে বাকি সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

ডবল ইঞ্জিন সরকারের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এতটা ব্যর্থ মানিক সাহা প্রশাসন, যে সেই আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির দোহাই দিয়েই বিমানবন্দর থেকে শহরে পা রাখতে বাধা পুলিশের। তৃণমূল প্রতিনিধিদলের সদস্যরা বিমানবন্দরের সামনেই এর প্রতিবাদে অবস্থানে বসে পড়েন।

তৃণমূল প্রতিনিধিদলের অভিযোগ, যে গাড়ি তাঁদের নিতে এসেছিল তার চালকদের হুমকি দিয়ে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কুণাল ঘোষ বলেন, এর পরে তাঁরা প্রিপেড ট্যাক্সি বুক করতে যান, কিন্তু সেখানেও তাঁদের গাড়ি ভাড়া দেওয়া হয়নি। বিজেপির ডবল ইঞ্জিন সরকারের পুলিশ স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, বিমানবন্দর ছেড়ে বেরতে পারবে না তৃণমূলের প্রতিনিধিদল। তীব্র কটাক্ষ করে পুলিশকে কুণাল বলেন, আপনারা দুটো অটো ডেকে দিন, আমরা তাতে চড়েই যাব।

দলীয় দফতরে বসেই তৃণমূল সাংসদ সায়নী ঘোষ ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, বিজেপির নেতারা বাংলায় ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করেন, ৩৬৫ দিনের মধ্যে ৩৬০ দিন বাংলায় ফাইভ স্টার হোটেল ভাড়া করে পড়ে থাকেন— কোনও বাধা পান না। আর বিজেপিশাসিত ত্রিপুরায় তৃণমূল প্রতিনিধিরা এলেই বাধার মুখে পড়েন! এতেই বোঝা যায় ডবল ইঞ্জিন সরকারের রাজ্যে গণতন্ত্র নেই। বাংলার ট্রিপল ইঞ্জিন সরকার— মা-মাটি-মানুষের সরকারে গণতন্ত্র আছে। কুণাল ঘোষ বলেন, খগেন মুর্মুর সঙ্গে যা হয়েছে সেটা তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থন করে না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে দেখে এসেছেন। কিন্তু ত্রিপুরাতে বিজেপির আমলে এলেই গাড়ি ভাঙচুর-মারধর-হেনস্থা করা হয়। বাংলায় তো দিব্যি বিজেপি নেতারা ঘুরে বেড়ান। বিয়ে বাড়ি পর্যন্ত যান। রাজ্য সরকারের নিরাপত্তা নিয়ে ঘুরে বেড়িয়ে কুৎসা করেন। কেউ তো কিছু বলে না! তবে এখানে এরকম কেন হবে? এদিন দিনভর ত্রিপুরায় নানা কাণ্ড-কারখানা চলার সময় টানা যোগাযোগ রেখে চলেছেন শীর্ষ নেতৃত্ব।

প্রয়োজনে আমি যাব

(প্রথম পাতার পর)

সেখানে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরাও আক্রান্ত হয়েছেন! বিজেপি-শাসিত ডবল ইঞ্জিন সরকারের রাজ্যে এমন ঘটনা ঘটেছে। সেই কথাও অভিযোগের আকারে ফের মনে করিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকেও নিশানা করে তিনি বলেন, দেশের মধ্যে বিভেদ তৈরি করা হচ্ছে। বিজেপি দেশকে শেষ করে দেবে।

এআই ভিডিওতে বিদ্রুপ দেশের প্রধান বিচারপতিকে, তবু নীরব মোদি সরকার!

জাতিগত অবমাননা উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের

নয়াদিল্লি: মোদি জমানায় আক্রান্ত বিচারব্যবস্থা। প্রধান বিচারপতির উপর হামলার চেষ্টা হলেও লজ্জাজনকভাবে নিষ্ক্রিয় কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। সনাতন ধর্মের অজুহাত দেখিয়ে উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের আক্রমণের মুখে পড়েছেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাই। সোমবার সনাতন ধর্মের নামে প্রধান বিচারপতিকে শীর্ষ আদালতের ভিতর জুতো ছোঁড়ার ঘটনা সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা 'সোশ্যাল মিডিয়ার ভুল তথ্যের ফল' বলে বর্ণনা করলেও সপ্তাহব্যাপী ধরে চলা কট্টর হিন্দুত্ববাদী ও দক্ষিণপন্থীদের অসভ্যতা থামছে না। কট্টর হিন্দুত্ববাদী প্রভাবশালীদের আক্রমণ এখনও চলছে, তারা প্রধান বিচারপতিকে 'হিন্দুবিরোধী' আখ্যা দিচ্ছে, জাতিভিত্তিক অবমাননাকর চিত্র পোস্ট করে চলেছে।

এই আক্রমণের সবচেয়ে স্পষ্ট জাতিগত চরিত্র উন্মোচিত হয়েছে একটি এআই-জেনারেটেড ভিডিওতে, যা দক্ষিণপন্থী প্রভাবশালী কিক্কি সিং 'এক্স'-এ পোস্ট করেছেন। ভিডিওটিতে দেশের প্রধান বিচারপতি গাভাইকে মাথায় মাটির হাঁড়ি নিয়ে দেখানো হয়েছে, যা শতাব্দীপ্রাচীন দলিতদের প্রতি অবমাননার প্রতীক এবং ভিডিওতে তাঁর নীল রং করা মুখে জুতো দিয়ে আঘাত করতে দেখা যায়। চরম অসম্মানজনক এই ভিডিও পোস্ট করা হলেও তা এখনও সোশ্যাল মিডিয়া থেকে মুছে ফেলা হয়নি। এই ঘটনা বিস্ময়কর। এর আগে প্রধান বিচারপতিকে জুতো ছোঁড়ার ঘটনায় অভিযুক্ত আইনজীবী বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে হাজির হয়ে নিজের কর্মের জন্য 'কোনও অনুশোচনা নেই' বলে সাফাই দেয় এবং বলে যে সে 'ঈশ্বরের নামে' কাজ করেছে। হামলাকারীর এই নির্লজ্জ বয়ানকে সমর্থন জানাতে নেমে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ার উগ্র হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীগুলি। তারা গাভাইয়ের উপর আক্রমণকে ন্যায্য বলে দাবি করছে। হামলার কয়েক সপ্তাহ আগে থেকেই #ImpeachCJI হ্যাশট্যাগ ট্রেন্ডিং হওয়ার পাশাপাশি বিচারপতি গাভাইয়ের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপূর্ণ প্রচার অব্যাহত। গোটা ঘটনায় কেন্দ্রের নীরবতা বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিপজ্জনক প্রবণতাকে ফের স্পষ্ট করছে।

হাওড়ার সালকিয়ার বঙ্গেশ্বর মহাদেব মন্দির। গঙ্গা নদীর তীরে ভূতনাথ মন্দিরের সামনে অবস্থিত। পূর্ব ভারতের লম্বা চারমাথাবিশিষ্ট শিবমূর্তির জন্য সুপরিচিত। উচ্চতা ৫১ ফুট। উৎসবের মরশুমে ঘুরে আসুন

ভালু বাঁধ

হাতছানি দেয়
রানিক্ষেত

হিমালয়ের কোলে অবস্থিত রানিক্ষেত। উত্তরাখণ্ডের কুমায়ুন রেজিমেন্টের সদর দফতর। অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। আছে পাহাড়, উপত্যকা, বনাঞ্চল। ছুটির মরশুমে সপরিবার ঘুরে আসতে পারেন। লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

আলমোড়া জেলার ক্যান্টনমেন্ট শহর রানিক্ষেত। কুমায়ুন পর্বতের রানি। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬১৩২ উচ্চতায় অবস্থিত। অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। একটা সময় এখানে শাসন করেছেন কাত্যুরি ও চাঁদ বংশের শাসকেরা। জানা যায়, কাত্যুরি রাজা দুধনদেব ও রানি পদ্মিনী এই অঞ্চলের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হন। বসবাস শুরু করেন। মনে করা হয়, সেই কারণেই জায়গাটির নাম হয়েছে রানিক্ষেত। অন্য মত অনুসারে, রানিক্ষেতে একসময় প্রচুর যুদ্ধ হয়েছে। রণক্ষেত্র থেকেই জায়গাটার এইরকম নাম হয়েছে।

ব্রিটিশ ভারতে গ্রীষ্মকালীন সদর দফতর হিসাবে মনোনীত করার কথা ভাবা হয়েছিল রানিক্ষেতকে। বর্তমানে কুমায়ুন রেজিমেন্টের সদর দফতর। রানিক্ষেত গলফ কোর্স এশিয়ার সর্বোচ্চ গলফ কোর্স। এখানে খেলতে আসেন দেশ-বিদেশের বহু বিখ্যাত মানুষ।

হিমালয়ের কোলে অবস্থিত ছোট্ট শহরটি উত্তরাখণ্ডের ছোটবড় পাহাড় এবং উপত্যকা, বনাঞ্চলে ঘেরা। চারপাশের সৌন্দর্য বাড়িয়েছে নানা রঙের ফুল, সবুজ তৃণভূমি, পাইন, ওক, দেবদারু গাছ। এই সময়ে সবুজ বনাঞ্চলে ঘুরতে দারুণ লাগে। বনাঞ্চলটি চিতাবাঘ, বার্কিং ডিয়ার, পাহাড়ি ছাগল এবং লঙ্গুর-সহ বিস্তৃত বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল। উপত্যকার উপর করা যায় প্যারাগ্লাইডিং। যাঁরা শহরের কোলাহলমুখর জীবন থেকে কিছুদিনের জন্য ছুটি নিতে চান, তাঁদের জন্য আদর্শ জায়গা রানিক্ষেত। এখানে আছে বেশকিছু পর্যটন কেন্দ্র। কয়েকটি জায়গার উপর আলোকপাত করা যাক।

বিনসার মহাদেব দশম শতাব্দীর একটি মন্দির। বিন্দেশ্বর নামে পূজিত ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। গণেশ, দেবী গৌরী এবং দেবী মহিষাসুরমর্দিনীরও মূর্তি রয়েছে। বিনসার মহাদেব মন্দিরটি পাইন এবং দেওদার বনের মধ্যে অবস্থিত। ঘুরে দেখা যায়।

রানিক্ষেতের রানিঝিল ভারতীয় সেনাবাহিনীর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের উদ্যোগে বৃষ্টির জল সংগ্রহের জলাধার হিসেবে নির্মিত। এখানে অনেকেই পিকনিক করেন। ঝিলে রয়েছে বোলিংয়ের ব্যবস্থা।

রানিক্ষেতের প্রথম থিম পার্ক হল আশিয়ানা পার্ক। দেবতার উদ্যান নামেও পরিচিত। এটা রানিক্ষেতের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত। শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য রয়েছে বিভিন্ন উপাদান।

হাইদাখান বাবাজি মন্দিরটি খুবই আকর্ষণীয়। বাবাজিকে ভগবান শিবের অবতার বলে মনে করা হত। তিনি এই অঞ্চলে বসবাসকারী একজন আধ্যাত্মিক সাধক ছিলেন।

শহরের কেন্দ্র থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত চৌবাটিয়া বাগান। বাস বা ট্যাক্সিতে যাওয়া যায়। এই বাগানে দেখা যায় নানারকমের ফুল। এখান থেকে চোখে পড়ে হিমালয় পর্বতশৃঙ্গ নন্দাদেবী এবং ত্রিশূল পর্বতমালা।

ঝুলা দেবী মন্দির রানিক্ষেতের অন্যতম দর্শনীয় মন্দির। দেবী দুর্গা হলেন এই মন্দিরের দেবী। মন্দিরটি অষ্টম শতাব্দীতে নির্মিত। শহরের কেন্দ্র থেকে মাত্র ৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত সানসেট পয়েন্ট হল রানিক্ষেতের জনপ্রিয় পর্যটনস্থানগুলির মধ্যে অন্যতম। সূর্যাস্ত দেখার পাশাপাশি হিমালয়ের শীতল বাতাস গায়ে মাখার জন্য বহু মানুষ আসেন।

রানিক্ষেতের একটি দুর্দান্ত বেড়ানোর জায়গা ভালু বাঁধ। ছবির মতো সুন্দর। এটা শহরের কেন্দ্র থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। বাস বা ট্যাক্সিতে যাওয়া যায়।

মাজখালির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতি মনোরম। রানিক্ষেত থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। যেদিকে চোখ যায় শুধু সবুজ আর সবুজ। সারা বছর বহু পর্যটক ভিড় জমান। শহরের কেন্দ্র থেকে মাত্র ৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ম্যানিলা গ্রাম। অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। এখানকার আকর্ষণীয় জায়গা কৃত্রিম হ্রদ কায়াকিং।

কুমায়ুন রেজিমেন্টাল সেন্টার মিউজিয়ামটি দেখার মতো। সাতের দশকের গোড়ায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর কুমায়ুন রেজিমেন্ট এই মিউজিয়ামটি প্রতিষ্ঠা করেছিল। এখানে দেখা যায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর কুমায়ুন এবং গাড়ওয়াল রেজিমেন্টের যুদ্ধ নিদর্শন।

রানিক্ষেতের একটি জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্য তরিক্ষেত গ্রাম। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এককথায় অসাধারণ। গ্রামটি পাহাড় এবং জঙ্গলে ঘেরা। হিমালয়ের অত্যাশ্চর্য দৃশ্য দেখা যায়। এখানে বিখ্যাত রাজভবনও রয়েছে।

দুর্দান্ত বেড়ানোর জায়গা আপেল বাগান। শহরের কেন্দ্র থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। বাস বা ট্যাক্সি নিয়ে পৌঁছানো যায়। বহু পর্যটক ভিড় জমান।

রানিক্ষেতের সদর বাজার তাজা পণ্য, মশলা এবং হস্তনির্মিত পণ্যের জন্য পরিচিত। শহরের কেন্দ্রের ঠিক বাইরে অবস্থিত। এখান থেকে কেনা যায় স্মারক এবং উপহার। পর্যটকরা অনেকেই মানকামেশ্বর মন্দির পরিদর্শনে যান। ভগবান শিব, কালী, রাধাকৃষ্ণ এই মন্দিরের প্রধান দেবতা। চারপাশে প্রচুর সবুজ গাছপালা রয়েছে।

কীভাবে যাবেন?

রানিক্ষেত রেলওয়ে স্টেশন দেশের সমস্ত বড় শহরের সঙ্গে সংযুক্ত। যাওয়া যায় বিমানেও। দেরাদুন বিমানবন্দরে নেমে বাস বা গাড়িতে যেতে হয়। সড়কপথে পন্তনগর থেকে রানিক্ষেত, হলদওয়ানি নৈনিতাল এবং আলমোড়া পর্যন্ত ট্যাক্সি পাওয়া যায়। হলদওয়ানি, কাঠগোদাম এবং নৈনিতালের মধ্যে চলা বাস রানিক্ষেতে নিয়ে যায়।

কোথায় থাকবেন?

আছে বেশকিছু হোটেল, গেস্ট হাউস। ফলে রানিক্ষেতে থাকা-খাওয়ার কোনও অসুবিধা হবে না। তবে আগে থেকে বুকিং করে গেলেই ভাল। কমপক্ষে তিনদিন সময় লাগবে ঘুরে দেখার জন্য। রানিক্ষেত মিষ্টি, ভাল মিঠাই এবং সিংগাউদির জন্য বিখ্যাত। স্থানীয় বাজার থেকে উলের পোশাক এবং হস্তশিল্প সামগ্রী কেনা যায়। হাতছানি দেয় রানিক্ষেত? ছুটির মরশুমে সপরিবার ঘুরে আসুন।

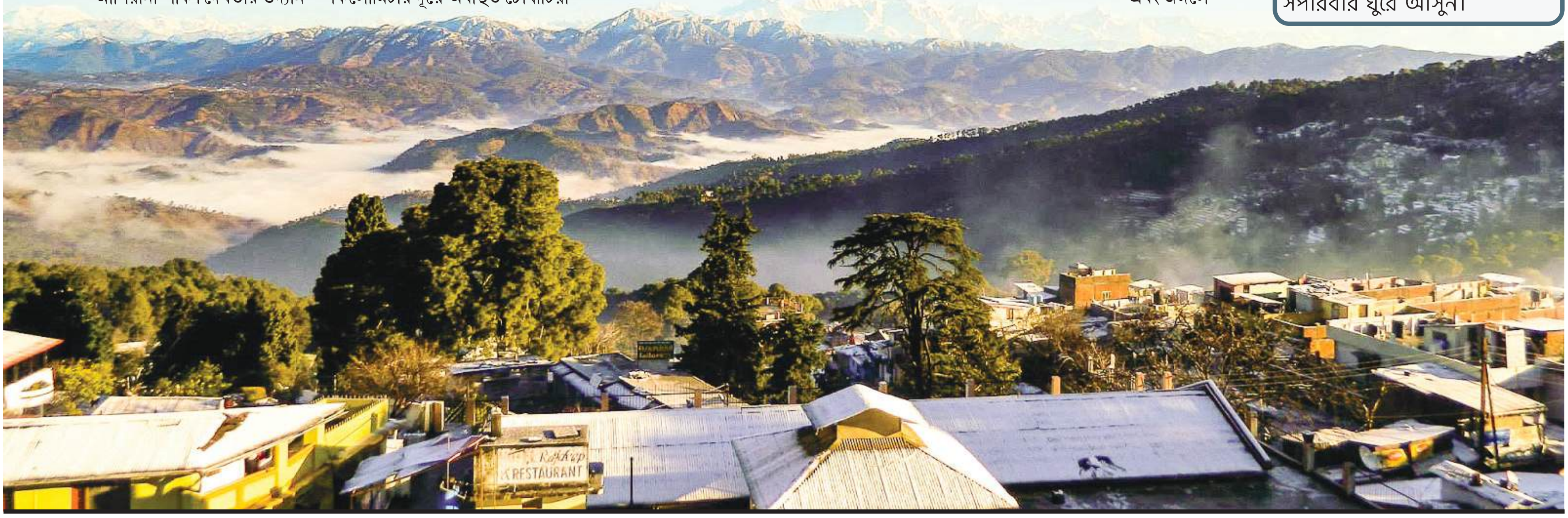

মাঠে ময়দানে
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
9 October, 2025 • Thursday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

শিখর ধাওয়ানকে বক্সিং ম্যাচের জন্য চ্যালেঞ্জ পাক স্পিনার অবরার আহমেদের

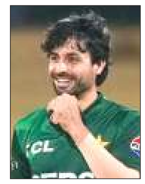

অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলাকে অগ্রাধিকার

৫৮ কোটির প্রস্তাবে না কামিন্স ও হেডের

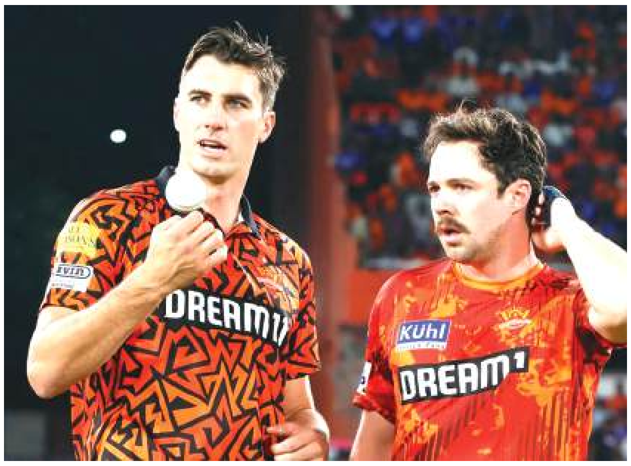

মেলবোর্ন, ৮ অক্টোবর : বছরে পাবেন ৫৮ কোটি টাকা করে! তবে শর্ত, দেশের হয়ে খেলতে পারবেন না। তার বদলে ওই ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলতে হবে। প্যাট কামিন্স ও ট্রাভিস হেডকে এমনই প্রস্তাব দিয়েছিল আইপিএলের একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি। কিন্তু লোভনীয় ওই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন দুই অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটার। জানিয়েছেন, দেশের হয়ে খেলাই তাঁদের কাছে সবার আগে। এমনটাই দাবি, অস্ট্রেলিয়ার নামী পত্রিকা 'দ্য এজ'-এর। প্রসঙ্গত, কামিন্স ও হেড দু'জনেই আইপিএলে খেলেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে। ২০২৪ সালের নিলামে কামিন্সকে ২০.৫ কোটি টাকায় কিনেছিল সানরাইজার্স। এবছর তাঁকে ১৮ কোটি টাকায় ধরে রাখা হয়। অন্যদিকে, হেডকে ধরে রাখা হয়েছিল ১৪ কোটি টাকায়। তবে কামিন্সদের এই প্রস্তাব হায়দরাবাদ ফ্র্যাঞ্চাইজি দিয়েছে কি না, সেটা প্রতিবেদনে পরিষ্কার নয়। শীর্ষস্থানীয় অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটাররা নিজের দেশের বোর্ড থেকে বছরে ৮.৭৫ কোটি টাকা আয় করে থাকেন। কামিন্স টেস্ট এবং একদিনের দলের অধিনায়ক হওয়ার সুবাদে পান বছরে ১৭.৪৫ কোটি টাকা। এদিকে, আগামী মরশুমে অস্ট্রেলিয়ার বিগ ব্যাশ ক্রিকেট লিগকে বিকেন্দ্রীকরণ করা হতে পারে। সেক্ষেত্রে দলগুলো হবে ব্যক্তিগত মালিকানার। তখন বিনিয়োগের পরিমাণও বাড়বে। ফলে ক্রিকেটাররা আগের থেকে অনেক বেশি টাকা আয় করবেন। এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই অস্ট্রেলীয় ক্রিকেট বোর্ড ও ক্রিকেটারদের সংস্থার মধ্যে একপ্রস্থ আলোচনা হয়ে গিয়েছে।

নির্বাসিত আমন

নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর : প্যারিস অলিম্পিকে পুরুষদের ৫৭ কেজি বিভাগে ব্রোঞ্জ পদকজয়ী কুস্তিগির আমন শেরাওয়াতকে এক বছরের জন্য নির্বাসিত করল সর্বভারতীয় কুস্তি ফেডারেশন। অতিরিক্ত ওজনের জন্য চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে ক্রোয়েশিয়ার জাগ্রেবে আয়োজিত বিশ্ব কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপে নামতে পারেননি আমন। এই ঘটনাকে শৃঙ্খলাভঙ্গ ও পেশাদারিত্বের অভাব বলে মনে করছে কুস্তি ফেডারেশন। ফলে এই শাস্তি। এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের কোনও টুর্নামেন্টে আগামী এক বছর আমন নামতে পারবেন না। আমনকে শো-কজ করা হয়েছিল। কিন্তু ওর উত্তর সন্তোষজনক নয়। পাশাপাশি কোচ ও সাপোর্ট স্টাফদের বক্তব্য খতিয়ে দেখে এই শাস্তি বহাল করা হল।

ভারত সফর দক্ষিণ আফ্রিকার

কেনের পরামর্শ নিতে চান বাভুমা

মুম্বই, ৮ অক্টোবর : নভেম্বরে ভারত সফরে আসছে টেস্টের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ আফ্রিকা। সফরে শুভমন গিলদের বিরুদ্ধে দুই টেস্টের সিরিজ খেলবে টেম্বা বাভুমার দল। সিরিজ নিয়ে মানসিক প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। অধিনায়ক বাভুমা মুম্বই এসেছেন ক্রিকেটের একটি অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। সেখানে জানিয়ে দিলেন, ঘরের মাঠে ভারত খেললেও সিরিজে শুভমনরা যাতে আধিপত্য করতে না পারেন সেটা নিশ্চিত করতে চান।

ভারতে স্পিন সহায়ক উইকেট হবে, ধরেই নিচ্ছেন বাভুমা। তিনি বলেছেন, আমরা অবাক হব না যদি ভারত স্পিন সহায়ক পিচে আমাদের বিরুদ্ধে খেলে। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রে দলগুলো সাধারণত নিজেদের পরিবেশ, পরিস্থিতিকে কাজে লাগাতে চায়। এটাই স্বাভাবিক। তাই ভারতে ঘূর্ণি পিচে খেলতে হলে আমরা অবাক হব না।

মুম্বইয়ের অনুষ্ঠানে লারার সঙ্গে বাভুমা।

সাম্প্রতিককালে একমাত্র নিউজিল্যান্ডই ভারতের মাটিতে টেস্ট সিরিজ জিতে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বাকি দলগুলির কাছে। বাভুমা চান, ভারতকে হারানোর কৌশল জানতে কেন উইলিয়ামসনের পরামর্শ নিতে। দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক বলেছেন, আমি শুনেছি, কেন উইলিয়ামসন এখানে আসছে। আমি অবশ্যই ওর কাছে জানতে চাইব, কীভাবে তারা ভারতকে সিরিজে তিনটি টেস্টেই হারিয়েছিল!

রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলির মতো তারকারা টেস্ট ক্রিকেট থেকে সরে গিয়েছে। বাভুমার কথায়, মনে হচ্ছে নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। রোহিত, বিরাটের মতো খেলোয়াড় তাদের কাজ সম্পূর্ণ করেছে। তারা ভারতকে ভয় পাওয়ার মতো একটা দলে পরিণত করেছে। আমি নিশ্চিত, ভারত আসন্ন সিরিজে আধিপত্য বজায় রাখতে চাইবে। আমাদের কাজ হবে ম্যাচে তাদের কর্তৃত্ব করতে না দেওয়া।

হাজার গোলে করার পর থামব : রোনাল্ডো

লিসবন, ৮ অক্টোবর : কয়েক মাস আগেই বলেছিলেন, এক হাজার গোলের মাইলস্টোন ছুঁতে না পারলেও, আফশোস করবেন না। যদিও মত বদলেছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। পর্তুগিজ মহাতারকা সাফ জানাচ্ছেন, হাজার গোল না করে থামবেন না।

বর্ণময় কেরিয়ারে সব মিলিয়ে রোনাল্ডোর মোট গোলসংখ্যা ৯৪৬। হাজার গোল করতে চাই আর ৫৪টি। পর্তুগালের ফুটবল গ্লোবস অনুষ্ঠানে প্রেস্টিজ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন ৪০ বছরের রোনাল্ডো। আর ট্রফি হাতে তাঁর বক্তব্য, এটাই আমার কেরিয়ারের শেষ পুরস্কার নয়। আমার পরিবার বলে, তুমি সবকিছু অর্জন করেছ। এবার থেমে যাওয়ার সময় হয়েছে। কেন আবার হাজার গোলের রেকর্ডের পিছনে ছুটছ? কিন্তু আমি তা মানতে রাজি নই। ক্লাব ও জাতীয় দলের হয়ে নিয়মিত গোল করছি এখনও। তাই কেন থেমে যাব?

ট্রফি হাতে রোনাল্ডো।

রোনাল্ডোর সংযোজন, আমি নিশ্চিত, যখন অবসর নেব, তখন পুরো তৃপ্তি অনুভব করব। কারণ আমি ফুটবলকে নিজের সবটুকু উজাড় করে দিয়েছি। জানি, আমার হাতে আর খুব বেশি বছর নেই। তবে যেটুকু আছে, তা আমি পুরোপুরি উপভোগ করতে চাই। তরুণদের সঙ্গে এই বয়সেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে চলেছি। এটাই আমাকে রোমাঞ্চিত করে।

ভেনু পরিবর্তন

মায়ামি, ৮ অক্টোবর : আগামী বছরের বিশ্বকাপের প্রস্তুতি এখন থেকেই শুরু করে দিয়েছে আর্জেন্টিনা। আগামী ১১ ও ১৪ অক্টোবর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে ভেনেজুয়েলা এবং পুয়ের্তো রিকোর বিরুদ্ধে দু'টি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবেন লিওনেল মেসিরা। প্রথমটি হবে মায়ামির হার্ডরক স্টেডিয়ামে। দ্বিতীয় ম্যাচটি হওয়ার কথা ছিল শিকাগোর সোলজার্স ফিল্ড স্টেডিয়ামে।। কিন্তু সেই ভেনু বদল হয়েছে। এই মুহূর্তে শিকাগো শহরে চলছে তুমুল বিক্ষোভ। আর তার জন্যই আর্জেন্টিনা বনাম পুয়ের্তো রিকো ম্যাচ শিকাগোর বদলে অন্য কোনও ভেনুতে সরিয়ে আনা হচ্ছে। খুব সম্ভবত এই ম্যাচটিও হবে মায়ামির হার্ডরক স্টেডিয়ামে।

অবসরে আলবা, মন খারাপ মেসির

মায়ামি, ৮ অক্টোবর : কয়েক দিন আগেই অবসরের কথা ঘোষণা করেছিলেন সের্জিও বুসকেটস। এবার ফুটবলকে বিদায় জানালেন ইন্টার মায়ামির আরেক স্প্যানিশ তারকা জর্ডি আলবা। তিনি জানিয়েছেন, চলতি মরশুম শেষ হলেই পেশাদার ফুটবল থেকে অবসর নেবেন। আর সতীর্থের অবসরে মন খারাপ লিওনেল মেসির।

সোশ্যাল মিডিয়াতে এক ভিডিও বার্তায় আলবা বলেছেন, আমার জীবনের একটি অর্থবহ অধ্যায় সমাপ্তির মুখে। এই মরশুম শেষ হলেই পেশাদার ফুটবলকে বিদায় জানাব। এখন আমার একটাই লক্ষ্য, মরশুমটা যতটা সম্ভব ভালভাবে শেষ করা এবং প্লে-অফে নিজের সেরাটা দেওয়া।

সতীর্থের ভিডিও বার্তায় মন্তব্য করেছেন মেসি। তিনি লিখেছেন, ধন্যবাদ জর্ডি। তোমাকে মিস করব। এতগুলো বছর একসঙ্গে খেলার পর, মাঠে তোমাকে দেখতে না পেলে অদ্ভুত লাগবে। এই বছরগুলোও তোমার পাস থেকে অজস্র গোল করেছি। এখন পিছন থেকে কে আমাকে এমন গোলের ঠিকানা লেখা পাস বাড়াবে!

প্রসঙ্গত, পরিসংখ্যান বলছে, নিজের কেরিয়ারে আলবার পাস থেকে মোট ৩৩টি গোল করেছেন মেসি। বার্সেলোনার জার্সিতে দু'জনে মিলে জিতেছেন পাঁচটি লা লিগা, একটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও পাঁচটি কোপা দেল রে ট্রফি। এমনকী, ইন্টার মায়ামির জার্সিতেও একসঙ্গে জিতেছেন লিগস কাপ ও সাপোর্টার্স শিল্ড। তাই দীর্ঘদিনের সতীর্থের অবসরের খবরে আক্ষরিক অর্থেই আবেগে ভেসে গিয়েছেন মেসি। আলবাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে পোস্ট করেছেন লুইস সুয়ারেজ এবং নেইমারও।

যুবভারতীতে মেসি দর্শনের প্রথম পর্যায়ের টিকিট শেষ মাত্র আধঘণ্টায়

সিঙ্গাপুরকে নিয়ে সতর্ক ভারত

সিঙ্গাপুর, ৮ অক্টোবর : এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে বৃহস্পতিবার মরণ-বাঁচন ম্যাচ ভারতের। সামনে সিঙ্গাপুর। এশিয়ান কাপে খেলার আশা বাঁচিয়ে রাখতে হলে সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে ডাবল হেডার জিততেই হবে সুনীল ছেত্রীদের। বৃহস্পতিবার সিঙ্গাপুরের ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে খেলা। ৫৫ হাজার দর্শক গলা ফাটাবে হোম টিমের জন্য। কিন্তু প্রতিপক্ষ দলের সমর্থনকেই প্রেরণা করে মাঠে নামতে চাইছেন বিক্রমপ্রতাপ সিংরা। নতুন কোচ খালিদ জামিলের প্রথম বড় পরীক্ষা। কাফা নেশনস কাপে ব্রোঞ্জ জিতলেও ভারতকে এশিয়ান কাপের মূলপর্বে তুলতে না পারলে খালিদের গায়েও ব্যর্থতার তকমা লাগতে সময় লাগবে না।

ম্যাচের আগের দিন কোচ খালিদ বললেন, আমরা প্রথমে অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলছি। শুরুতে ইতিবাচক ফল চাইছি। কিন্তু আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। সিঙ্গাপুরের ভাল কোচ এবং ভাল খেলোয়াড়রা আছে। বিপক্ষকে হালকাভাবে নেওয়ার প্রশ্নই নেই। কাফা কাপ আমাদের টিম গড়তে সাহায্য করেছে। খেলোয়াড়রা পেশাদার। তারা দায়িত্ব নিতে জানে।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে ড্র এবং হংকংয়ের কাছে হেরে যোগ্যতা অর্জন পর্বে গ্রুপ 'সি'-তে চার দলের মধ্যে সবার শেষে রয়েছে ব্লু টাইগার্স। 'সি' গ্রুপে চারটি দলই দু'টি করে ম্যাচ খেলেছে। সিঙ্গাপুর ও হংকংয়ের পয়েন্ট ৪। হেড-টু-হেডে এগিয়ে সিঙ্গাপুর শীর্ষে। হংকং দুইয়ে। বাংলাদেশ ও ভারতের এক পয়েন্ট। বাংলাদেশ রয়েছে তৃতীয় স্থানে। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন দল সরাসরি এশিয়ান কাপে খেলবে।

কাফা নেশনস কাপের দল থেকে ১০টি পরিবর্তন হয়েছে। সুনীল, ব্রেন্ডন ফার্নান্ডেজ, সাহাল আব্দুল সামাদ, লিস্টন কোলাসোর মতো তারকাদের অন্তর্ভুক্তি হয়েছে দলে। ফরোয়ার্ড বিক্রমপ্রতাপ বলেন, আমরা জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী। সিঙ্গাপুর ঘরের মাঠে সমর্থন পাবে। তবে সেটা আমাদের জন্যও মোটিভেশন।

শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি সুনীলদের। বুধবার সিঙ্গাপুরে।

ভারত বনাম সিঙ্গাপুর
এশিয়ান কাপের বাছাইপর্ব
(সিঙ্গাপুর, বিকেল ৫টা)

চার গোলে শিল্ড শুরু ইস্টবেঙ্গলের

ইস্টবেঙ্গল ৪ শ্রীনিধি ডেকান ০

প্রতিবেদন : চার বছর পর প্রত্যাবর্তনের আইএফএ শিল্ডে শুভ মহরত ইস্টবেঙ্গলের। শারদোৎসবের মুখে কলকাতা লিগ জয়ের উৎসবের রেশ কাটার আগেই লক্ষ্মীপুজোর পর বড় জয়ে শিল্ড শুরু মশালবাহিনীর। বিদেশিহীন দুর্বল শ্রীনিধি ডেকানের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গলের জয় নিয়ে কোনও আশঙ্কা ছিল না। বরং গোলের ব্যবধান কত হয়, সেটা নিয়ে আগ্রহ ছিল সমর্থকদের। আগের দিন বিনো জর্জ বলেছিলেন সুপার কাপের প্রস্তুতি হিসেবে দেখছেন শিল্ডের মঞ্চকে। তা কল্যাণী স্টেডিয়ামে উদ্বোধনী ম্যাচে শ্রীনিধিকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে সুপার প্রস্তুতির কাজটা এগিয়ে রাখল অস্কার ব্রুজোর দল। ব্যবধানটা ৭-০ হলেও অবাক হওয়ার ছিল না। সুযোগ নষ্টের পাশাপাশি ইস্টবেঙ্গলের সামনে কাঁটা হয়ে দাঁড়ালেন শ্রীনিধির গোলকিপার ফয়জল আদিল। অন্তত গোটা তিনেক নিশ্চিত গোল বাঁচালেন তিনি।

২১ মিনিটে মিগুয়েলের ফ্রি-কিক ডেকান গোলকিপার ফয়জল সেভ করার পর ফিরতি বল জালে জড়ান জয় গুপ্ত। লাল-হলুদ জার্সিতে অভিষেকেই গোল করলেন এই সাইড ব্যাক। ৩৮ মিনিটে বাঁ-দিক থেকে বিপিন সিংয়ের সেন্টারে মাথা ছুঁইয়ে গোল করেন সাউল ক্রেসপো। বিরতির পর আক্রমণে ঝাঁজ বাড়িয়ে আরও দু'টি গোল করে ইস্টবেঙ্গল। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই বিপিনের মাপা ক্রস থেকে গোল করেন মরোক্কার স্ট্রাইকার হামিদ। ৫২ মিনিটে চতুর্থ গোল ইস্টবেঙ্গলের। সাউলের কর্নার থেকে হেডে গোল করেন পরিবর্ত জিকসন সিং। এরপর অস্কার একাধিক পরিবর্তন আনলেও আর গোল হয়নি। বড় জয়ে ম্যাচ জিতে কোচ অস্কার বললেন, ফাইনালে যে দলই সামনে আসুক, আমরা তৈরি।

অভিষেকেই গোল জয় গুপ্তর।

নেতা অভিমন্যু, খেলবেন শামি

প্রতিবেদন : অনুষ্টুপ মজুমদারের পরিবর্তে এবারের রঞ্জি ট্রফিতে বাংলাকে নেতৃত্ব দেবেন অভিমন্যু ঈশ্বরণ। মহম্মদ শামিকে শুরু থেকে পাওয়া নিয়ে সংশয় আগের দিনই কেটে যায়। প্রথম দুই ম্যাচের জন্য শামিকে রেখেই বুধবার ১৭ সদস্যের বাংলার রঞ্জি দল ঘোষণা করে সিএবি। কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা এদিন নিশ্চিত করেন, উত্তরাখণ্ড ও গুজরাটের বিরুদ্ধে বাংলার প্রথম দুই ম্যাচেই খেলবেন শামি। অভিজ্ঞ ভারতীয় পেসার ১২ অক্টোবর চলে আসছেন কলকাতায়। ১৫ অক্টোবর ইডেন গার্ডেন্সে উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে বাংলার রঞ্জি অভিযান শুরু। ২৫ অক্টোবর থেকে ইডেনেই গুজরাটের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচ।

দলে রয়েছেন আকাশ দীপ। তবে ফিট না হওয়ায় নেই মুকেশ কুমার। ফিরেছেন ঈশান পোড়েল। নতুন মুখ রাহুল প্রসাদ। সুযোগ পেয়েছেন তরুণ অলরাউন্ডার বিশাল ভাটি। ঘোষিত দল : অভিমন্যু ঈশ্বরণ (অধিনায়ক), অভিষেক পোড়েল (সহঅধিনায়ক), সুদীপ ঘরামি, অনুষ্টুপ মজুমদার, সুদীপ চট্টোপাধ্যায়, সুমন গুপ্ত, সৌরভ সিংহ, বিশাল ভাটি, মহম্মদ শামি, আকাশ দীপ, সুরজ জয়সওয়াল, শাকিব গান্ধী, ঈশান পোড়েল, কাজি জুনেইদ সৈফি, রাহুল প্রসাদ, সুমিত মোহন্তা, বিকাশ সিং।

ক্রিকেটে হার মেয়েদের

প্রতিবেদন : সিনিয়র মহিলা জাতীয় টি-২০ ট্রফিতে প্রথম ম্যাচেই হার বাংলার। বুধবার নাগপুরে মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে লড়াই করেও ৫ উইকেট হেরে যায় বাংলার মেয়েরা। প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১১৯ রান করে বাংলা। অধিনায়ক মিতা পাল সর্বোচ্চ ৩৯ রান করেন। তনুশ্রী সরকারের সংগ্রহ ২৩ রান। জবাবে শেষ ওভারে জয়ের রান তুলে দেয় মধ্যপ্রদেশ।

কামিন্সরাই ভরসা আজ মোহনবাগানের

প্রতিবেদন : ইরানে এসিএলের ম্যাচ খেলতে না যাওয়ায় সমর্থকদের একাংশের প্রশ্নের মুখে পড়েছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ম্যানেজমেন্ট। বাস্তব পরিস্থিতি পুরোপুরি না জেনেই কিছু সমর্থক ফুটবলারদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। আবার ম্যানেজমেন্টকে কাঠগড়ায় তুলছেন। ক্লাবের তরফেও সম্প্রতি সচিব ও সভাপতি যৌথ বিবৃতি দিয়ে পরিস্থিতি অনুধাবন করে সমর্থকদের পাশে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। এরপরও মঙ্গলবার যুবভারতীর প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডে গিয়ে কয়েকজন সমর্থক বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। তিন অস্ট্রেলীয় তারকার গাড়ি আটকে ফুটবলারদের ইরানে না যাওয়ার কারণ জানতে চেয়েছেন। তাতে বিতর্ক বেড়েছে। এমনই এক আবহে বৃহস্পতিবার আইএফএ শিল্ডে অভিযান শুরু করছে মোহনবাগান। সামনে আই লিগ জায়ান্ট গোকুলাম কেরল এফসি।

ইরান-বিতর্ক ভুলে মোহনবাগানের ফোকাস এখন শুধুই ফুটবলে। সুপার কাপের প্রস্তুতি হিসেবে শিল্ডকে দেখছেন কোচ জোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনাও। গত দু'দিনের অনুশীলনে বিদেশিদের ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ব্যবহার করে টিম কম্বিনেশন তৈরির চেষ্টা করেছেন মোলিনা। গোকুলাম দলে বিদেশি রয়েছে। আই লিগের প্রাক্তন চ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ফুটবল অস্ত্র করেই বাজিমাত করতে চায় মোলিনা ব্রিগেড। সেন্টার ব্যাকে কখনও টম অলড্রেডের সঙ্গে মেহতাব সিং আবার কখনও আলবার্তো রডরিগেজের সঙ্গে মেহতাবকে রেখে অনুশীলন হয়েছে। আবার কখনও দুই বিদেশি টম ও আলবার্তোকেই সেন্ট্রাল ডিফেন্সে ব্যবহার করেছেন। ডিফেন্সে এক বিদেশি খেললে আক্রমণভাগে তিন বিদেশি নামানোর সুযোগ রয়েছে মোলিনার কাছে। সেক্ষেত্রে আপফ্রন্টে জেমি ম্যাকলারেনের সঙ্গে নীচ থেকে অপারেট করতে পারেন জেসন কামিন্স। লেফট উইংয়ে শুরু করবেন রবসন রোবিনহো। লিস্টন কোলাসো না থাকায় ব্রাজিলীয়কে বাঁ-দিকে রাখতেই হবে বাগান কোচকে। দিমিত্রি পেত্রাতোস আসবেন পরিবর্ত হিসেবে।

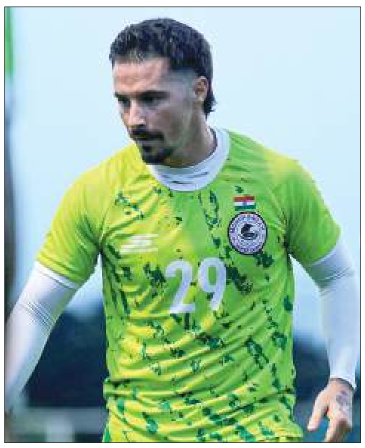

শিল্ডের প্রস্তুতিতে ম্যাকলারেন।

চোট আশঙ্কা নিয়ে শেষ আটে জকো

সাংহাই, ৮ অক্টোবর : প্রত্যাশামতোই সাংহাই মাস্টার্সের কোয়ার্টার ফাইনালে নোভাক জকোভিচ। শেষ ষোলো রাউন্ডে সার্ব টেনিস তারকা ৬-৩, ৫-৭, ৬-২ সেটে হারিয়েছেন স্পেনের জাউমি মুনারকে। তবে জিতলেও, ম্যাচ চলাকালীন বাঁ পায়ের গোড়ালির চোট ভুগিয়েছে জকোভিচকে। এর জন্য কয়েকবার ফিজিওর সাহায্যও নিতে হয় ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী জকোকে।

সাংহাইয়ের প্রচণ্ড গরম এবং আর্দ্রতায় আগের ম্যাচে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন জকোভিচ। কোর্টে বমিও করেছিলেন। এদিন প্রথম সেটে তিনি যখন ৩-১ গেমে এগিয়ে, তখন প্রথমবার মেডিক্যাল ব্রেক নেন জকো। এরপর খেলা শুরু হলেও, জকোভিচ কিন্তু খুব একটা স্বস্তিবোধ করছিলেন না। প্রথম সেট জিতলেও, দ্বিতীয় সেট হেরে কিছুটা চাপেও পড়ে যান। শেষ পর্যন্ত অবশ্য নির্ণায়ক তৃতীয় সেট জিতে ম্যাচ পকেটে পুরে নেন। মাঝে আরও বার দুয়েক মেডিক্যাল ব্রেক নিতে হয়েছিল জকোভিচকে।

ম্যাচের পর সার্ব তারকার বক্তব্য, খুব কঠিন একটা দিন কাটালাম। প্রচণ্ড গরম ও আর্দ্রতার পাশাপাশি গোড়ালির চোটও ভুগিয়েছে। সৌভাগ্যবশত আমার সাপোর্ট স্টাফরা বিশ্বের অন্যতম সেরা। তাই কোনও সমস্যা হয়নি। আশা করি, চোট খুব একটা গুরুতর নয়।

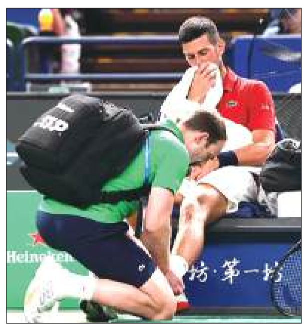

মাঠে ময়দানে

9 October, 2025 • Thursday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আইসিসি টেস্ট বোলারদের তালিকায় তিন ধাপ এগিয়ে ১২ নম্বরে উঠে এলেন মহম্মদ সিরাজ

দিল্লিতে সুবিধা পাবে স্পিনাররাই

কোটলার বাইশ গজে ভারতের তুরুপের তাস জাদেজা-কুলদীপ জুটি।

নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর : কোটলার নাম বদল হয়েছে অনেকদিন হল, কিন্তু উইকেটের চরিত্র পুরোপুরি বদলেছে কিনা বোঝা যাবে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় টেস্টের পর। যা শুরু হচ্ছে শুক্রবার থেকে।

এখানে চিরকাল স্পিনাররা সুবিধা পায়। শোনা যাচ্ছে কালো মাটির উইকেটে এবারও নাকি তৃতীয় দিন থেকে বল ঘুরবে। এটা নিয়ে অবশ্য টিম গম্ভীরের খুব একটা মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। অলরাউন্ডার তথা বাঁহাতি স্পিনার রবীন্দ্র জাদেজা দারুণ ছন্দে রয়েছেন। তাঁর সঙ্গে ওয়াশিংটন সুন্দরের জুটি ক্রমশ জমে উঠছে। এছাড়া আছেন তুরুপের তাস কুলদীপ যাদব।

আসল প্রশ্ন অন্য জায়গায়। গম্ভীর নিজের শহরে আমেদাবাদ টেস্টের দলকেই রেখে দেবেন কিনা। আড়াই দিনে টেস্ট জেতার পর যে কেউ উইনিং কম্বিনেশন না ভাঙার কথা ভাববে। কিন্তু ভারতীয় ড্রেসিংরুমে এমন কেউ আছেন যাঁর ওয়ার্কলোড নিয়ে প্রতি মুহূর্তে মাপজোক চলে। দেখা হচ্ছে আমেদাবাদে বুমরা কতটা পরিশ্রম করেছেন। তাঁর বিশ্রাম লাগবে কিনা।

যদি বুমরাকে বিশ্রাম দেওয়া হয় তাহলে প্রসিধ কৃষ্ণর কথা ভাবা হতে পারে। আবার যেহেতু বুমরা অস্ট্রেলিয়ায় একদিনের সিরিজে খেলবেন না তাই লম্বা বিশ্রাম পেয়ে যাচ্ছেন। ফলে দিল্লি টেস্টে তাঁকে খেলিয়ে দেওয়া হতে পারে। সেক্ষেত্রে সিরাজকে অস্ট্রেলিয়ায় একদিনের সিরিজের আগে বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে।

ব্ল্যাক সয়েলের উইকেটে ঘাস বিশেষ একটা থাকবে না। ফলে জোরে বোলারদের এখানে বিশেষ কিছু করার নেই। আমেদাবাদে পেস-বাউন্স দুটোই ছিল। কিন্তু এখানে ফ্ল্যাট উইকেট হওয়ার সম্ভাবনা। শুধু পরের দিকে বল ঘুরবে। নিচুও হতে পারে। তাই ফোর্থ ইনিংসে ব্যাট করা কঠিন হতে পারে। ব্যক্তিগত কিছু মাইলস্টোনের ব্যাপারও রয়েছে দিল্লিতে। জাদেজা ও রাহুল টেস্ট ক্রিকেটে চার হাজার রানের দরজায় দাঁড়িয়ে। জাদেজার আর ১০ রান দরকার। ৮৬ টেস্টে তিনি করেছেন ৩৯৯০ রান। রাহুলের দরকার ১১১ রান। ৬৪ টেস্টে তিনি করেছেন ৩৮৮৯ রান। দুজনেই গত কয়েকটি টেস্টে অসাধারণ ব্যাটিং করেছেন। তাঁরা চার হাজারি মাইলস্টোন দিল্লিতেই ছুঁয়ে ফেলতে পারেন।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়

গম্ভীর নয়, দ্রাবিড়কে কৃতিত্ব দিলেন রোহিত

রোহিতকে পুরস্কৃত করছেন গাভাসকর।

মুম্বই, ৮ অক্টোবর : তাঁর ওয়ান ডে নেতৃত্ব হারানোর পিছনে গৌতম গম্ভীরের যে বড় ভূমিকা রয়েছে, সেটা ভাল করেই জানেন। তাই সুযোগ পেয়েই পাল্টা খোঁচা দিতে ছাড়লেন না রোহিত শর্মা। চলতি বছরের শুরুতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিজয়ী টিম ইন্ডিয়ার কোচ হিসাবে গম্ভীর দায়িত্ব পালন করলেও, সেই জয়ের পুরো কৃতিত্ব আগের কোচ রাহুল দ্রাবিড়কে দিলেন রোহিত।

মুম্বইয়ের এক অনুষ্ঠানে এই প্রসঙ্গে রোহিত বলেছেন, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সময় গোটা দল নিজেদের মজ্জায় ঢুকিয়ে ফেলেছিল, কীভাবে ম্যাচ জিততে হয়। ২০২৩ সালে আমরা একদিনের বিশ্বকাপ ফাইনালে উঠেও ট্রফি জিততে পারিনি। কিন্তু তখনই ঠিক করে ফেলেছিলাম, আমাদের আইসিসি ট্রফি জিততেই হবে। পরের বছরেই আমরা টি-২০ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হই। সেই সময় কোচ ছিলেন রাহুল ভাই। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সময় উনি কোচ না থাকলেও, ওঁর দর্শন অনুসরণ করেই আমরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম।

রোহিত আরও যোগ করেছেন, আমরা এর আগে অনেক বার আইসিসি ট্রফি জেতার খুব কাছাকাছি পৌঁছেও শেষ পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন হতে পারিনি। তাই আমাদের মনে হয়েছিল, এবার অন্য ভাবে ভাবতে হবে। আর সেটা একজন বা দু'জন ভাবলে হবে না। গোটা দলকে একটাই ক্রিকেটীয় দর্শন মেনে চলতে হবে। আর সেটা ঠিক করে দিয়েছিলেন রাহুল ভাই উল্লেখযোগ্যভাবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে রোহিত একবারও গম্ভীরের নাম নেননি। বরং সচেতনভাবেই এড়িয়ে গিয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার বর্তমান কোচকে।

হরমন-স্মৃতির ব্যাটে আজ রান চায় ভারত

দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচে বৃষ্টির ভ্রুকুটি

অনুশীলনে মগ্ন হারমনপ্রীত ও স্মৃতি।

বিশাখাপত্তনম, ৮ অক্টোবর : শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের প্রথম দুই ম্যাচ জিতে পয়েন্ট টেবলে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল। কলম্বো থেকে ফের ঘরের মাঠে ফিরেছেন হরমনপ্রীত কৌররা। বৃহস্পতিবার বিশাখাপত্তনমে সামনে দক্ষিণ আফ্রিকার মেয়েরা। যারা প্রথম ম্যাচে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে মাত্র ৬৯ রানে অলআউট হলেও দ্বিতীয় ম্যাচে দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়েছে। মারিজান কেপদের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াইটা তাই সহজ হবে না। দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের আগের দিন বৃষ্টির কারণে অনুশীলন করতে পারলেন না হরমনপ্রীতরা। ম্যাচের দিনও বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

বিশ্বকাপের শুরুটা ভাল হলেও টপ অর্ডার ব্যাটিং এবং ফিল্ডিং নিয়ে চিন্তা রয়েছে ভারতীয় শিবিরে। প্রতি ম্যাচেই ক্যাচ মিস হচ্ছে। ব্যাটিং জমাট হচ্ছে না। স্মৃতি মান্ধানা, প্রতীকা রাওয়াল, হরমনপ্রীত, জেমাইমা রডরিগেজরা শুরুটা ভাল করেও বড় রান পাচ্ছেন না। চাপ লোয়ার মিডল অর্ডারে। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দীপ্তি শর্মা, আমনজ্যোত কৌররা ব্যাট হাতে রুখে দাঁড়িয়ে বড় রান তুলতে সাহায্য করেছেন। পাকিস্তান ম্যাচে এই কাজটা করেছেন বাংলার রিচা ঘোষ। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার মতো গোছানো দলের বিরুদ্ধেও টপ অর্ডার প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হলে সমস্যায় পড়তে পারে ভারত।

আগামী ১২ অক্টোবর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচ রয়েছে হরমনদের। তার আগে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে জিতে পয়েন্ট টেবলে শীর্ষে থেকে আগামী রবিবার অ্যালিসা হিলিদের বিরুদ্ধে নামার সুযোগ থাকছে মান্ধানাদের সামনে। অসুস্থতার কারণে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলতে পারেননি পেস বোলিং অলরাউন্ডার আমানজ্যোত। ফিট থাকলে রেণুকা সিংয়ের জায়গায় সম্ভবত তিনিই খেলবেন।

টেস্ট সিরিজ জয় যুবদের

ম্যাকায়ে, ৮ অক্টোবর : একদিনের সিরিজের পর এবার টেস্ট সিরিজেও অনূর্ধ্ব ১৯ অস্ট্রেলিয়াকে হোয়াইটওয়াশ করল অনূর্ধ্ব ১৯ ভারত। বুধবার দ্বিতীয় টেস্ট ৭ উইকেটে জিতেছে ভারতীয় যুবরা। আগের দিনের ৭ উইকেটে ১৪৪ রান হাতে নিয়ে খেলতে নেমে ১৭১ রানে অল আউট হয়েছিল ভারত। এরপর অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস মাত্র ১১৬ রানে গুটিয়ে দেন ভারতীয় বোলাররা। হেনিল প্যাটেল ও নমন পুষ্পক তিনটি করে উইকেট পান। জেতার জন্য ৮০ রান তাড়া করতে নেমে, ৩ উইকেটে ৮৪ রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় ভারত। বৈভব সূর্যবংশী শূন্য রানে আউট হন। আয়ুষ মাত্রের অবদান ১৩। তবে বেদান্ত ত্রিবেদী (অপরাজিত ৩৩) দলকে জয় এনে দেন। এদিন আউট হওয়ার পর আম্পায়ারের তর্কে জড়িয়ে পড়েন বৈভব। তাঁর দাবি ছিল, বল ব্যাটে লাগেনি।

মুনির সেঞ্চুরিতে জিতল অস্ট্রেলিয়া

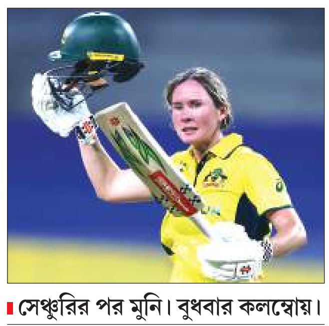

সেঞ্চুরির পর মুনি। বুধবার কলম্বোয়।

কলম্বো, ৮ অক্টোবর : চাপ কাটিয়ে বড় জয় অস্ট্রেলিয়ার। মেয়েদের বিশ্বকাপে এদিন প্রতিপক্ষ ছিল পাকিস্তান। যারা অস্ট্রেলিয়াকে ৭৬/৭ করে দিয়েছিল। কিন্তু বেথ মুনি ও আলানা কিং সেই চাপ কাটিয়ে দলকে দুশো পার করে দেন। তাতেই জয় ১০৭ রানে। এটা পাকিস্তানের তৃতীয় হার।

৭ উইকেট চলে যাওয়ার পর অস্ট্রেলিয়া যে ২২১/৯ তুলতে পেরেছে তার সব কৃতিত্ব মুনির। কেন তিনি মেয়েদের ক্রিকেটে বড় নাম সেটা আবার বোঝা গেল। পাক স্পিনারদের সামনে মুনি করেন ১০৯ রান। ১১৪ বল খেলে ৪ মেরেছেন ১১টি।

প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে বল ঘোরে। কিন্তু নাশরা সান্ধু, ফতিমা সানারা যে অস্ট্রেলীয় ব্যাটিংয়ের এমন পরীক্ষা নেবেন বোঝা যায়নি। ৩০ রানে হিলিকে (৫) ফেরান সাদিয়া ইকবাল। তারপর লাগাতার উইকেট পড়েছে। কিং ৫১ নট আউট । তাঁর ও মুনির জুটিতে উঠেছে ১০৬ রান। ২০২৩ বিশ্বকাপে আফগানিস্তান ম্যাচে ম্যাক্সয়েল যেভাবে অস্ট্রেলিয়াকে রক্ষা করেছিলেন, মুনির ইনিংসে সেটারই রিপ্লে মনে হয়েছে। পাকিস্তান এদিন ১১৪ রানে গুটিয়ে গিয়েছিল। আমিন ৩৫ রান করেন। কিম গার্থ ১৪ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন।